## দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

পাঠামৃত দ্বিতীয় বার প্রচারিত হইল। এবারে ইহার যে যে স্থল সংশোধনোপযোগী বোধ করা গিয়াছে, তৎসমুদায় সংশোধন করিয়া দেওয়া গিয়াছে। এবং ধীশক্তির মহিমা নামক একটী মনোহর নীতিগর্ভ উপাখ্যান নিবেশিত করা গিয়াছে। ফলতঃ পাঠামৃত প্রচার বিষয়ে এবারেও বিস্তর পরিশ্রম করা গিয়াছে।

কলিকাতা<br>জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির<br>যন্ত্রালয়। ১০ মাঘ, ১২৬৫

শ্রীদ্বারকানাথ রায়।<br>শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত।

---

## প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

অদ্যাপি বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী বাঙ্গলা পুস্তকের বিস্তর অসদ্ভাব দেখিয়া, এই পাঠামৃত প্রকাশ করা গেল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারাই যে সেই সমুদায় অসদ্ভাব সম্যক্ দূরীকৃত হইবে, কোন ক্রমেই এমন আশা করা যাইতে পারে না। তথাপি এতদ্দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ মাত্র সাধিত হইলেও, সমুদায় শ্রম সফল বোধ করিয়া চরিতার্থ হইব।

করুণাময় বিশ্ববিধাতার এই সুকৌশলসম্পন্ন বিশ্বকাণ্ড সম্বন্ধীয় বহুবিধ প্রাকৃতিক বৃত্তান্ত; পুরাবৃত্ত সম্বন্ধীয় নানা-প্রকার বিচিত্র বিবরণ, সামাজিক লোকের মহোপকারী কতিপয় শিল্পতত্ত্ব, এবং অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি নীতিগর্ভ প্রস্তাব প্রভৃতি প্রকৃত বিষয়ক জ্ঞানপ্রদ মনোহর পাঠ সকল ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। বোধ করি, অবাস্তবিক গল্প পাঠ অপেক্ষা, এই সকল বিষয় পাঠে ছাত্রদিগের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবে।

এই পুস্তক নানাবিধ ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোন পুস্তক বিশেষের অবিকল অনু-বাদ নহে। যে সকল বিষয় ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ পূর্ব্বে সুলভ-পত্রিকায় এবং দুইটি মাত্র সর্ব্বশুভকরী পত্রিকায় প্রকাশ করা যায়, অপর কয়েকটি নূতন রচনা করা গিয়াছে।

কলিকাতা
জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির
যন্ত্রালয়। ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৩

শ্রীদ্বারকানাথ রায়।
শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত।

# সূচিপত্র।

# পাঠামৃত।



## সময়।

সময় অমূল্য নিধি। সময়ের সদ্ব্যবহারে বুদ্ধি, ধন, মান, যশঃ প্রভৃতি সমুদায়ই লাভ হয়। পুরাকালে যে সকল মহাত্মা এই অবনিমণ্ডলে মহা মহা কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেবল সময়ের সদ্ব্যবহার প্রভাবেই সে সমুদায় বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা কত কাল সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগের অক্ষয় নাম অদ্যাপি লোকের চিত্তে পাষাণরেখার ন্যায় খোদিত আছে। ভূমণ্ডলে এমন কোন প্রকার সৎকীর্ত্তি নাই, যে সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা লাভ না হয়। যে ব্যক্তি এমন অমূল্য রত্নকে হেলায় অপব্যয় করে, সে কি নির্ব্বোধ! কি অনভিজ্ঞ! সময় অপব্যয় করিলে কি প্রচুর ধন সম্পত্তি, কি অপরিসীম বল বিক্রম, কি প্রভূত মান সম্ভ্রম কিছুই পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! লোকে যেমন এই অমূল্য ধন অপব্যয় করে, এমন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না!

পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে যে সকল মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সে সমুদায় যদি যথোপযুক্ত সময়ে মার্জ্জিত ও উদ্দীপ্ত করা না যায়, তাহা হইলে তাহারা মলিন ও মন্দীভূত হইয়া যায়। তাহারা মলিন ও মন্দীভূত হইয়া গেলে, শরীর কেবল মেদমাংসাস্থি পুরীষাদি পরিপূরিত আহার নিদ্রা ভয়াদির বশবর্ত্তী একটা দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ হয় মাত্র। সুতরাং সে অকর্ম্মণ্য জড়পিণ্ড প্রায় বৃথা দেহধারণের কি আবশ্যকতা আছে!

বাল্যকালে কেবল বিদ্যাচিন্তাতেই সময় ব্যয় করা উচিত। দেখ! এ সংসারে বিদ্যাই কেবল সকল সুখের আকর। বিদ্যা না থাকিলে হিতাহিত জ্ঞান জন্মে না;—বিদ্যা না থাকিলে প্রকৃত রূপ ধন, মান, যশঃ প্রভৃতি কিছুই লাভ হয় না;—বিদ্যা না থাকিলে সুচারু রূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় না;—বিদ্যা না থাকিলে এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলীর পরমাদ্ভুত মর্ম্ম সমস্ত অবগত হইতে পারা যায় না,—বিদ্যা না থাকিলে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্ববিধানকর্ত্তার মধুর প্রেমরসাস্বাদনে অধিকারী হওয়া যায় না। এই পরম পদার্থ বিদ্যাধনের অধিকারী হওয়াতেই যাবতীয় প্রাণী হইতে মনুষ্যের এত মাহাত্ম্য হইয়াছে। নচেৎ মনুষ্য ও পশুতে কি প্রভেদ থাকে? অতএব, হৃদয়কে যথোপযুক্ত সময়ে সদ্ব্যয় না করিলে কোন ক্রমেই প্রকৃত মনুষ্য নামের অধিকারী হইতে পারা যায় না।

বাল্যকালে যেমন কেবল বিদ্যাভ্যাসে সময় ব্যয় করা কর্ত্তব্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যেও তদ্রূপ স্ব স্ব কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সময় ব্যয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু তরুণবয়স্ক যুবকেরা ভবিষ্যৎ সময়ের প্রতি নির্ভর করিয়া, বর্ত্তমান সময় অলীক আমোদে বৃথা নষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এ মহা ভ্রম। তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত, যখন এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরের স্থায়িত্বের কিছু মাত্র স্থিরতা নাই, তখন তাঁহারা সেই ভবিষ্যৎ সময় প্রাপ্ত হইবেন কি না, তাহার নিশ্চয়তা কি! মৃত্যু করাল বদন ব্যাদান করিয়া অহর্নিশ এই সংসারের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং কত অসংখ্য অসংখ্য লোককে প্রতি দণ্ডে গ্রাস করিতেছে। এবিষয় সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেই দেখিতে পাইবেন, যে কত স্থানে কত জনক জননী প্রাণাধিক শিশুসন্তানের বিয়োগে দারুণ শোকে ধরাতলে পতিত হইয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে;—কত জনক জননী জ্ঞানবান্ পরম ধার্ম্মিক পূর্ণ যৌবনাক্রান্ত মহাকৃতি পুত্রের শোকে হাহাকার ধ্বনি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে;—কত পতিপরায়ণা কুলকামিনী সংসারের সারভূত প্রাণবল্লভকে হারাইয়া, দারুণ শোকে উন্মাদিনীপ্রায় শিরে করাঘাত পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতেছে। অতএব, মৃত্যুর যখন কিছু

মাত্র স্থিরত্ব নাই, তখন ভবিষ্যৎ কালের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান কাল অপচয় করা উচিত নহে। যদি প্রকৃত মনুষ্যমধ্যে গণ্য না হইয়াই মৃত্যু হয়, তবে দারুণ জঠর যাতনা ভোগ করিয়া জন্মগ্রহণে এবং দেহধারণে কি ফল দর্শে! সে দেহ ও মৃৎপিণ্ডে কি প্রভেদ থাকে!

যে মহাত্মা সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে সময় ব্যয় করেন, তিনি যে কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম আনন্দানুভব করিয়া থাকেন, তাহা বলিবার নহে। যে সময়ে তিনি কোন জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিয়া অমৃতময় উপদেশ প্রাপ্ত হন,—যে সময়ে তিনি নিতান্ত দুঃখভারাক্রান্ত দীন হীন অনাথ ব্যক্তির দুঃখ বিমোচন করেন,—যে সময়ে তিনি কোন দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন,—যে সময়ে তিনি জ্ঞানাপন্ন পরম ধার্ম্মিক বান্ধবের সহিত সহবাস করিয়া শাস্ত্রালাপ করেন, সে সময়ে তাঁহার চিত্তক্ষেত্র কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দহিল্লোলে প্লাবিত হইতে থাকে! ফলতঃ যে মহাত্মা যাবজ্জীবন এমন অমূল্য ধনকে সদ্ব্যয় করেন, তাঁহার সুখের আর পরিসীমা থাকে না,—তাঁহার গৌরবের আর ইয়ত্তা হয় না।

কেবল সদনুষ্ঠানেই যে সময় ব্যয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, রোমরাজ্যেশ্বর টাইটস্ ভূপতির চিরস্মরণীয় প্রসঙ্গই ইহার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। এক দিন তিনি রাজ্য-সংক্রান্ত কোন শুভকর কর্ম্ম করেন নাই, এ বিষয় রজনী-

যোগে স্মরণ হওয়াতে দারুণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, "হায় হায়! আমি একটী দিন নষ্ট করিয়াছি! অতএব, সময় সামান্য ধন নহে। করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তা আমাদিগের সমুদায় সুখসাধনের নিমিত্ত সময় রূপ অমূল্য রত্ন আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এই অমূল্য ধন সদ্ব্যয় পূর্ব্বক আমাদিগের মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সাধন করিয়া, প্রকৃত মনুষ্য নামের অধিকারী হওয়া উচিত। সময়কে সদ্ব্যয় করিয়া যে মহাত্মা এই অবনিমণ্ডলে কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন, তিনিই ধন্য! তিনিই ধন্য।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

---

## নবনীত বৃক্ষ।

এই অদ্ভুত বৃক্ষ আফ্রিকা খণ্ডের বম্বরা প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকে তদ্দেশীয় লোকেরা শিরাবৃক্ষ কহে। ইহার ফল হইতে অতি উৎকৃষ্ট নবনীত প্রস্তুত হয়। এই নবনীত প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই, যে ঐ ফল সমূহের কোমল শস্য সকল সূর্য্যের আতপে শুষ্ক করিয়া জলের সহিত অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিতে হয়। তাহাতে সেই জলের উপরিভাগে যে এক প্রকার স্নেহ দ্রব্য ভাসিয়া উঠে, তাহা প্রকৃত গোদুগ্ধমথিত নবনীত সদৃশ শুভ্র,

কোমল, সুস্বাদ ও গুণকর হয়। অধিকন্তু তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলে সম্বৎসর কাল সমভাবে থাকে। তত্রত্য-লোকেরা শ্রাবণ মাসে এই নবনীত প্রস্তুত করিয়া থাকে।

আহা! বিশ্ববিধানকর্ত্তা পরমবিধাতার কি চমৎকার সৃষ্টিকৌশল! ইহাতে তাঁহার অনুপম ও অসীম মহিমার কি পরিচয় প্রদান করিতেছে!

---

## চীন দেশের অদ্ভুত প্রাচীর।

অদ্যাপি যে সকল অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা পুরা-কালিক শিল্পকরদিগের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে, তন্মধ্যে চীনদেশের প্রকাণ্ড প্রাচীরই সর্ব্বাগ্রগণ্য। তাতার দেশীয় লোকদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণো-দ্দেশেই চীনরাজ্যের লোকেরা ঐ প্রাচীর নির্ম্মাণ করে। উহার উচ্চতা সার্দ্ধ ষোড়শ হস্ত, দৈর্ঘ্য সার্দ্ধ সপ্ত শত ক্রোশ; এবং উহা এমত প্রশস্ত, যে তদুপরি ছয় জন অশ্বারোহী লোক পার্শ্বাপার্শ্বী হইয়া অবলীলা ক্রমে গমনাগমন করিতে পারে। ঐ প্রাচীর সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত শ্রেণীবদ্ধ সহস্র স্তম্ভ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। উহার কোন কোন অংশ পর্ব্বত, উপত্যকা, দুর্গম কান্তার, জলা, এবং সিকতাময় ভূমি ভেদ করিয়াও নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ প্রাচীরের সমুদায় অংশই ইষ্টক নির্ম্মিত। চীন দেশীয়

নৃপতিদিগের রাজত্বকালীন এক লক্ষ সৈন্য দ্বারা ঐ প্রাচীর রক্ষিত হইত। দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল গত হইল ঐ প্রাচীর রচিত হইয়াছে, তথাপি বজ্র, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি মহা মহা নৈসর্গিক দুর্ঘটনাতেও অদ্যাপি উহার কোন বিশেষ হানি হয় নাই। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তারা লিখিয়াছেন, যে চীনেরা পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই অদ্ভুত প্রাচীর প্রস্তুত করে। হায়! যে তাতার জাতীয় লোক-দিগের অত্যাচার নিবারণোদ্দেশেই চীন লোকেরা এই অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড করে, বর্ত্তমানে সেই তাতার জাতীয় লোকেরাই চীনরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছে।

---

## উড্ডীয়মান মৎস্য।

বিশ্বনিয়ন্তা পরমবিধাতা যে কত স্থানে কত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, জল-চরাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে! সাগর মধ্যে এমন এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহারা আকাশবিহারী বিহঙ্গমের ন্যায় উড়িয়া যাইতে পারে। এই কারণেই তাহাদিগকে উড্ডীয়মান মৎস্য বলা যায়।

সেই অদ্ভুত মৎস্যের বিহঙ্গমের পক্ষের ন্যায় দুই খানি ডানা আছে। তাহার উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ, এবং পার্শ্বদেশ নীলবর্ণে অতি সুন্দর বিচিত্রিত। ডল্‌ফিন্ কিম্বা অন্যান্য

কোন কোন বৃহৎ মৎস্য তাহাদিগকে গ্রাস করিতে ধাবমান্ হইলে, তাহারা জল হইতে বহির্গত হইয়া ঐ পক্ষের সহায়তায় আকাশপথে উড্ডীয়মান্ হয়। তাহারা দুই শত হস্তের অধিক উড়িয়া যাইতে পারে; কিন্তু আতপতাপে ডানার জল শুষ্ক হইলেই আর উড়িতে পারে না। তাহারা গগনমণ্ডলে উড্ডয়ন কালে এক দিকে গমন না করিয়া ইতস্ততঃ বক্রভাবে বিচরণ করে। জলে ডল্ফিন প্রভৃতি মৎস্য, এবং স্থলে সমুদ্রতটস্থিত বিড়াল বা অন্যান্য পক্ষি দ্বারা তাহারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ধীবরেরা জাল দ্বারা কিম্বা অন্য কোন কৌশলে সেই মৎস্য ধরিতে পারে না। কিন্তু তাহারা উর্দ্ধ হইতে অধোপতন কালীন অর্ণবপোতোপরি পতিত হইয়া সর্ব্বদাই ধৃত হয়। এই মৎস্য অতিশয় সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যজনক।

---

## লাপলণ্ড দেশীয় লোকের বৃত্তান্ত।

ইয়ুরোপ খণ্ডের উত্তরভাগে এই লাপলণ্ড দেশ। ইহার পশ্চিম সীমায় আট্লান্টিক মহাসাগর; উত্তরে হিমসাগর; পূর্ব্বে শ্বেত সাগর; এবং দক্ষিণে রুসিয়া রাজ্য।

লাপলণ্ড দেশ অত্যন্ত হিমপ্রধান। বিশেষতঃ শীত কালে তথায় এরূপ দুর্জ্জয় শীতের প্রাদুর্ভাব হয়, যে নদ নদী হ্রদ প্রভৃতি সমুদায় জলাশয়ের জল জমিয়া যায়;

এবং সমুদায় দেশ অল্প স্থান ভিন্ন ৪ হস্ত ঊর্দ্ধপরিমাণে তুষার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। জ্বলন্ত অনলোত্তপ্ত অত্যন্ত উষ্ণতর গৃহের দ্বারও যদি এক মুহূর্ত্ত উদ্ঘাটিত থাকে, তবে বাহিরের বায়ু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই অনলোত্থিত বাস্প সমুদায়কে বরফ করিয়া ফেলে। শীত কালে যেমন ক্রমাগত বরফ পতিত হইয়া সমুদায় দেশকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, সেই প্রকার আবার কুজ্ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া প্রায় সর্ব্বদাই অন্ধকারময় করিয়া রাখে। কুজ্ঝটিকার অতিশয্য প্রযুক্ত তথায় পথিকেরা সর্ব্বদাই পথভ্রান্ত হইয়া মহা বিপদগ্রস্ত হয়; এবং কখন কখন অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর ঝটিকার উৎপত্তি হইয়া সঘন তুষার বর্ষণ হইতে থাকে; তাহাতে চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া বিস্তর জীব নষ্ট হয়। শীতকালে লাপলণ্ড দেশে দিবসের পরিমাণ অত্যল্প, রাত্রির পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে উহার উত্তর ভাগে গ্রীষ্ম কালে তিন মাস ক্রমাগত সূর্য্য অস্তগত হন না; এবং শীত ঋতুতেও ক্রমাগত তিন মাস উদয় হন না।

শীতাধিক্য প্রযুক্ত তত্রত্য লোকেরা চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধান এবং মস্তকে চর্ম্মের টুপি ব্যবহার করিয়া থাকে; এই সমুদায় অঙ্গাবরণের অগ্রভাগ ঊর্ণা দ্বারা সুশোভিত করে। কটিদেশে একটি চর্ম্মের কটিবন্ধন ব্যবহার করে; ঐ কটিবন্ধনে ছুরিকা, অগ্নিপাত্র, ধূমপানের

নল প্রভৃতি বন্ধন করিয়া রাখে। কটিবন্ধনকে সুদৃশ্য করিবার নিমিত্ত পিত্তল অথবা রাঙ্গ দ্বারা খচিত করে। স্ত্রীলোকেরাও প্রায় ঐ প্রকার বেশভূষা করিয়া থাকে। অধিকন্তু তাহারা কটিদেশে রুমাল বন্ধন, এবং অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ও কর্ণে কর্ণবলয় প্রভৃতি পিত্তলের অলঙ্কার ধারণ করিয়া অঙ্গশোভা সাধন করে।

লাপলণ্ডবাসীরা এক স্থানে চিরকাল অবস্থিতি করে না। ঋতুর পরিবর্ত্তনানুসারে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। শীত ঋতুতে গৃহে, গ্রীষ্মকালে শিবিরে বাস করে। তাহারা শীতের আশঙ্কায় গৃহের দ্বার কিম্বা গবাক্ষ রাখে না; কেবল খিলানের মত এমন দুইটি ক্ষুদ্র পথ রাখে, যে, তদ্দ্বারা কেবল অত্যন্ত কষ্টসৃষ্টে গমনাগমন করিতে পারে। ঐ পথদ্বয়ের মধ্যে একটি পথ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র করে। সেই পথ দিয়া পুরুষেরা মৃগয়া বা কোন বিশেষ কার্য্য সাধনার্থ বাহিরে যায়। স্ত্রীলোকেরা ঐ পথ দিয়া গমনাগমন করিতে পায় না; কারণ লাপলণ্ডবাসীদিগের এরূপ বদ্ধমূল কুসংস্কার আছে, যে মৃগয়ায় গমনকালীন স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন করিলে তৎকর্ম্মে বিঘ্ন জন্মে।

তাহারা বংশ এবং চর্ম্ম দ্বারা শিবির প্রস্তুত করে; তদ্দ্বারা তাহাদিগের কিঞ্চিৎ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। ধনুঃ, শর, লৌহের ও কাষ্ঠের কটাহ, কাষ্ঠের বাটি, ছোরা, চামচ প্রভৃতি লাপলণ্ডবাসীদিগের গৃহসম্পত্তি।

বনান্তর গমন কালীন তাহারা ঐ সকল সামগ্রী নিবিড় বনমধ্যে কোন বৃক্ষের উপরিভাগে (কপোতের খোপের ন্যায় এক একটি কামরা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে) রাখিয়া যায়। তাহারা ঐ সকল কামরার দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে না; তথাপি কেহ সেই সমস্ত দ্রব্য চুরি করিয়া লয় না।

রেন নামক মৃগজাতিই তাহাদিগের প্রধান আহারীয় দ্রব্য ও সম্পত্তি স্বরূপ। অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশ প্রযুক্ত তথায় শস্য বা উদ্ভিজ্জাদি প্রায় কিছুই উৎপন্ন হয় না। অতএব, পরমকারুণিক পরমেশ্বর তথায় এই রেন মৃগের সৃষ্টি করিয়া একবারে তাহাদিগের সকল অভাব দূরীকৃত করিয়াছেন। তাহারা ইহার মাংসভোজন, দুগ্ধপান, চর্ম্ম পরিধান, শৃঙ্গ ও অস্থি দ্বারা নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত, এবং শিরায় ধনুকের গুণ ও ফাঁদ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অধিক কি কহিব, এই মৃগের শরীরের এমত কোন অংশ নাই, যাহাতে তাহাদিগের কোন না কোন উপকার না দর্শে। তাহারা মৎস্য ও ভল্লূকমাংসও ভক্ষণ করে; কিন্তু ভল্লূকমাংস অত্যন্ত কোমল ও সুস্বাদ বোধ করিয়া থাকে।

লাপলণ্ড দেশে এত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে, যে পরস্পর কেহ কাহারও কথা সহজে বুঝিতে পারে না; এবং তাহাদিগের কোন অক্ষর বা লিপি প্রচলিত নাই; কেবল চিত্র দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে।

রেন মৃগ চারণ, মৎস্য ধৃত করণ, পশু হনন, ক্ষুদ্র নৌকা ও শকট নির্ম্মাণ করাই পুরুষদিগের কর্ম্ম। জাল বয়ন, মৎস্য ও মাংস শুষ্ককরণ, রেন মৃগের দুগ্ধদোহন, এবং তদ্দ্বারা পনীর প্রস্তুত করা স্ত্রীলোকদিগের কর্ম্ম। তথাকার স্ত্রীলোকেরা রন্ধন করে না; পুরুষেরাই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

তত্রত্য লোকেরা মদিরা, তাম্রকূট এবং বস্ত্রের নিমিত্ত, ঐ সকল দ্রব্যের সহিত শ্বেত, কৃষ্ণ, ধূসরবর্ণ খেঁকশিয়াল ও ধূসরবর্ণ কাষ্ঠবিড়াল, অপর জাতির নিকট বিনিময় করে।

লাপলণ্ড দেশস্থ লোকের বিবাহ পদ্ধতি অতি চমৎকার। প্রথমতঃ বিবাহার্থী পুরুষের ভাবী শ্বশুরকে মদিরা উপঢৌকন দিয়া তোষামোদ করিতে হয়; এবং যদবধি সে ব্যক্তি তাহার কন্যার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত না হয়, তদবধি বর কন্যাকে দেখিতে পায় না। পরে শ্বশুর কন্যা দানে স্বীকৃত হইলে প্রথমতঃ যে দিবসে বর কন্যাকে দেখে, সেই দিন কন্যাকে বরের অতি উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী দিতে হয়। কিন্তু কোন লোকের সম্মুখে দিলে কন্যা তাহা গ্রহণ করে না। যদবধি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন না হয়, তদবধি সে যত বার সেই ভাবী পত্নীকে দেখিতে যায়, তত বার শ্বশুরকে এক এক বোতল মদ্য দিতে হয়। এই প্রকারে কাহারও কাহারও প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত শ্বশুরকে সুরা দিয়া অভিলাষ সিদ্ধ করিতে

হয়। ইহাদের পুরোহিত দ্বারা বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা বিবাহ কালীন নানা প্রকার বর্ণে বিচিত্রিত খেলানা সংযুক্ত একটি মুকুট কন্যার মস্তকোপরি দিয়া থাকে; এবং এই সময়ে আমোদের নিমিত্ত প্রতি-বাসীদিগের নিকট হইতে বিবিধ প্রকার খেলানা ঋণ করিয়া আনে। ইহাদিগের আর এই এক প্রথা আছে, যে জামাতা বিবাহের পর চারি বৎসর পত্নীকে স্বীয় ভবনে লইয়া যাইতে পারে না; এতাবৎকাল পর্য্যন্ত জামাতাকে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া শ্বশুরের উপকার করিতে হয়। তৎপরে পত্নীকে আপন বটীতে লইয়া যাইতে পারে। কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময়ে তাহার জনক তাহাকে সম্পত্তি স্বরূপ কতক গুলিন মেষ, একটা জয়ঢাক ও সামান্য তৈজসাদি দিয়া থাকে।

লাপলণ্ড দেশে কোন আত্মীয় ব্যক্তি কাহারও ভবনে আগমন করিলে, প্রথমতঃ বহির্দ্দেশে পুরুষেরা গীত বাদ্য সহকারে তাহাকে আহ্বান করে। পরে তাহার উপবেশনার্থ এক খানি চর্ম্মের আসন প্রদান করিয়া তাহার সহিত পশু-হনন, মৎস্যধৃত-করণ প্রভৃতি বিষয়ে কথোপকথন করিতে থাকে। এদিকে অন্তঃপুর মধ্যে রমণীমণ্ডল একত্রিত হইয়া কোন আত্মীয় লোকের মৃত্যুজনিত শোকোদ্দীপন করিয়া কোলাহল পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া উঠে। তৎপরক্ষণেই ক্রন্দন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর নস্যগ্রহণ করিতে করিতে রহস্য

অনেক ছোট ছোট গল্প করিয়া আমোদ করিতে থাকে। আহারের সময়ে আত্মীয় ব্যক্তি অধিক ভোজন করিলে, গৃহস্বামী তাহাকে অতি দুঃখী বোধ করিয়া থাকে; এই লজ্জায় সে ব্যক্তি প্রথমে অল্প ভোজন করে। কিন্তু গৃহস্বামী পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে অবশেষে বিলক্ষণ আহার করিয়া থাকে।

তদ্দেশীয় লোকেরা প্রগাঢ় পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা ডাইন ও ভবিষ্যৎবক্তা গণকদিগকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়া থাকে। ডেনমার্ক ও সুইডন দেশস্থ ধর্ম্মযাজকেরা তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী করণাশয়ে বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকে মুখে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা উপাস্য দেবতার নিকট কেবল রেন মৃগের পালবৃদ্ধি ও কল্যাণ প্রার্থনা করে।

তাহাদের ঐন্দ্রজালিকী বিদ্যায় কিঞ্চিৎ নৈপুণ্য আছে। এই বিদ্যার প্রভাবে তাহারা অনেক অদ্ভুত কাণ্ড প্রদর্শন করিয়া লোককে মুগ্ধ করিতে পারে।

লাপলণ্ডবাসীরা কাল বিড়ালকে গৃহের শ্রীস্বরূপ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করে। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় উহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিয়া থাকে; এবং পশুহনন ও মৎস্য ধৃত করিতে যাইবার

সময়ে উহাদিগকে অত্যন্ত আদর পূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া যায়। অধিক কি কহিব, কোন কোন লোকের কাল বিড়ালের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, যে অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাহার নিকটে বর প্রার্থনা পর্য্যন্তও করিয়া থাকে।

---

# সূর্য্য।

সূর্য্য তেজোময় জড় পদার্থ। ইহার আকার গোল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গোল নহে; উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ কিঞ্চিৎ চাপা। সূর্য্য, গ্রহ সমুদায়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত; গ্রহ সমুদায় ইহাঁকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সূর্য্য, গ্রহ সমূহের ন্যায়, ২৫ দিবসে এক এক বার আপনার মেরুদণ্ডে পরিভ্রমণ করিয়া আসেন।

সূর্য্য অত্যন্ত প্রকাণ্ড পদার্থ। ইহাঁর ব্যাস ৪৪০০০০ ক্রোশ, পরিধি ১৩৮২৩০০ ক্রোশ। এই ব্যাস ও পরিধির বিষয় বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, সূর্য্য যে কত বড় প্রকাণ্ড পদার্থ, তাহা অনায়াসে অনুভব হইতে পারে। পৃথিবী হইতে সূর্য্য প্রায় ৪৩৫০০০০০ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত আছেন, এজন্য উহাঁকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেখায়। ফলতঃ পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য ১৪০০০০৫ গুণ বৃহৎ।

সূর্য্য অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল আলোক, উত্তাপ ও

বর্ণের আকর স্বরূপ ; গ্রহ সকল স্বভাবতঃ আলোকপূর্ণ ও তেজোময় নহে, সূর্য্য হইতেই আলোক ও তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা সূর্য্যের আকর্ষণীশক্তিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্ব স্ব মণ্ডলাকার নির্দ্দিষ্ট পথাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিভ্রমণ করিয়া আসে।

পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতদিগের সূর্য্যকে কেবল দ্রবীভূত আগ্নেয় পদার্থ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম ছিল। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি অবধি সে ভ্রম দূর হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহারা এই আশ্চর্য্য যন্ত্রের সহায়তায় নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন, যে সূর্য্য কঠিন পদার্থ; তন্মধ্যে আলোক ও উষ্ণতা প্রদানোপযোগী বিবিধ প্রকার পদার্থ সমষ্টি আছে। ঐ পদার্থ সমষ্টির কার্য্য অত্যাশ্চর্য্য রূপে নিষ্পন্ন হইয়া আলোক ও উত্তাপ বহিষ্কৃত হইতেছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহকারে সূর্য্যমধ্যে নানা প্রকার আকারবিশিষ্ট কৃষ্ণ ও উজ্জ্বল বর্ণ বৃহৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দাগ দেখা যায়। কিন্তু কখন কখন অধিক ও কখন কখন অল্পসংখ্যক দাগ নয়ন গোচর হইয়া থাকে; এবং কখন কখন কিছুই দৃষ্ট হয় না। অধিকাংশ দাগ প্রায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে এবং কখন কখন মধ্যস্থলে দেখা যায়। ঐ দাগ সকল ন্যূন সংখ্যায় ১৪৬৬ ক্রোশ, এবং ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ২৯৩৩ ক্রোশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ সকলও এমন বৃহৎ, যে

তাহার ব্যাস ৫০০ ক্রোশের ন্যূন নহে। অধিক কি কহিব, ৮৮০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাসাশ্রিত দাগ সকলও নয়ন গোচর হইয়াছে। আমাদিগের আবাস ভূমি এই প্রকাণ্ড পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ বৃহৎ দাগ সকল তন্মধ্যে দৃষ্ট হয়। দাগ সকল যেমন শীঘ্র উৎপন্ন হয়, আবার সচরাচর প্রায় তেমনি শীঘ্র লীন হইয়া যায়। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ দাগ সমস্তের কোন কোনটা এক সপ্তাহ, কোন কোনটা এক পক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। আর অত্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ দাগ সকলের কোন কোনটা এক মাস কোন কোনটা দুই মাস পর্য্যন্তও স্থায়ী হয়।

বিশ্ববিধাতার এই সুকৌশল সম্পন্ন সৃষ্টি কাণ্ডের মধ্যে সূর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ও হিতকর পদার্থ। সূর্য্য হইতে কি ভূলোক, কি দ্যুলোক, সকল লোকেই আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইতেছে। এবং সেই সকল স্থান যে প্রকার ভাবাপন্ন হইলে, জীব সমূহের আবাস যোগ্য হইতে পারে, এই সর্ব্বগুণনিধান প্রভাকর দ্বারা তাহারও বিধান হইতেছে। ইহাঁর আশ্চর্য্যশক্তি প্রভাবে গ্রহ উপগ্রহ সকলের গতিক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, এবং প্রত্যেকে সমঞ্জসীভূত থাকিয়া অবস্থান করিতেছে।

এই যে আমাদিগের সুখময়ী আবাসভূমি জননী বসুন্ধরা, প্রভাকর দ্বারা ইহাঁর যে প্রকার উপকার হইতেছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া কে শেষ করিতে পারে! প্রভাকর প্রত্যহ

উষাকালে পূর্ব্বদিক্ হইতে তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক জগৎপ্রফুল্লকর কর বিস্তার করিয়া জগতের অন্ধকার দূর করিতেছেন। সেই আলোক ও উত্তাপে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, শস্য প্রভৃতি মৃত্তিকা হইতে রস আচূষণ করিতেছে। সেই রস তাহাদের সর্ব্ব স্থানে সঞ্চালিত হওয়াতে, তাহারা সজীব থাকিয়া পত্র, মুকুল, পুষ্প, ফলাদিতে সুশোভিত হইতেছে। ক্রমশঃ সেই উত্তাপে ফলশস্যাদি পরিপক্ক হওয়াতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী ভক্ষণ করিয়া জীব ধারণ করিতেছে। সূর্য্যের উত্তাপে সমুদ্র ও নদীতে জোয়ার ভাটার উৎপত্তি হইয়া, লোকের জলযান সহযোগে গমনাগমন প্রভৃতির বিস্তর সুযোগ হইতেছে। * সূর্য্যের উত্তাপে সমুদ্র হইতে জল বাষ্পরূপে উত্থিত হইয়া পরে বৃষ্টিরূপে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে; তাহাতে বসুমতী রসবতী হইয়া শস্যোৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। এই প্রকারে সূর্য্য দ্বারা পৃথিবীর যে কত উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা আর বলা বাহুল্য মাত্র।

যদি এই অশেষ মঙ্গলাকর প্রভাকরের অভাব হইত, তবে পৃথিবী অহরহ প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, শস্য প্রভৃতি কিছুই উৎপাদনে সমর্থ হইতেন না। সুতরাং মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীববর্গ আবশ্য-

* সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ের আকর্ষণে জোয়ার ভাটার উৎপত্তি হয়।

কীয় আহারাভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত। অধিক কি কহিব, এই অশেষ সুখাকর জগৎ কেবল সাক্ষাৎপ্রলয়ের করাল-মূর্ত্তি মাত্র ধারণ করিত।

---

## মুক্তা।

মুক্তা অতি রমণীয় ও বহু মূল্য পদার্থ। এই কারণেই পৃথিবীস্থ সমুদায় সভ্য জাতীয় লোকেরা তাহার অসামান্য শোভায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভূষণের সার জ্ঞান করিয়া থাকেন। অধিক কি বর্ণন করিব, মুক্তা লোকের এরূপ প্রিয় পদার্থ, যে কোন সুচিক্কণ দ্রব্যের মাধুরী বর্ণন করিতে হইলে মুক্তাই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া থাকে।

পৃথিবীস্থ অনেক সাগর ও অখাতই মুক্তার আকর স্থান। তন্মধ্যে পারস্য অখাত এবং আরব সাগর মুক্তার প্রধান আকর। বহুকালাবধি আরব সাগরের পুলি-নের নিকটস্থ বেরিন দ্বীপের কূলে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যাইত; ইদানীং কেরাক দ্বীপের কূলে তদপেক্ষা অপর্য্যাপ্ত মুক্তা পাওয়া যাইতেছে। উল্লিখিত দ্বীপদ্বয় ব্যতীত পারস্য অখাতের অনেক দ্বীপের কূলেও বিস্তর মুক্তা পাওয়া যায়। ফলতঃ আরব সাগরের সমুদায় কূলে এবং পারস্য অখা-তের পূর্ব্বাংশের অনেক দূর পর্য্যন্ত নিশ্চয় মুক্তা পাওয়া যায়। পারস্য অখাত এবং আরব সাগর এই দুয়ের মধ্যে পারস্য অখাতের মুক্তাই উৎকৃষ্ট এবং বহু মূল্য।

মুক্তা ব্যবসায়ী ইংরেজ বণিকেরা বর্ত্তমানে সিংহল দ্বীপে মুক্তার বাণিজ্য করাতে, পূর্ব্বে যে পরিমাণে পারস্য অখাত এবং আরব সাগর হইতে মুক্তা উত্তোলিত হইত, এক্ষণে তদ্রূপ হয় না। এক্ষণে সিংহল দ্বীপের নিকটস্থ সমুদ্রে বহুসংখ্যক মুক্তা উত্তোলিত হইতেছে। ইহাতে কেহ এমন বিবেচনা করিবেন না, যে তথায় মুক্তার অভাব হইয়াছে. তথাকার নীরগর্ভ পূর্ব্বের ন্যায় মুক্তা দ্বারা পরিপূর্ণ আছে। তথাকার মুক্তার ন্যায় সিংহল দ্বীপের মুক্তা ব্যাপক কাল সুদৃশ্য ও উজ্জ্বল থাকে না।

মুক্তা ঝিনুকের মধ্যে থাকে, তাহার সংস্কৃত নাম শুক্তি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা সকল শুক্তির মুখের নিকট এমন সুশৃঙ্খলা রূপে স্থাপিত থাকে, যে তাহা দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন শিল্পনিপুণ ব্যক্তি তাহা স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। বড় বড় মুক্তা সকল শুক্তির মধ্য স্থলে থাকে। মুক্তা দুই প্রকার, পীত ও শুক্লবর্ণ। উৎকৃষ্ট মুক্তার উজ্জ্বলতা ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে।

ডুবুরুরা অত্যন্ত বৃষ্টির সময়ে মুক্তা তুলিতে প্রবৃত্ত হয়। এই বিষম কষ্টসাধ্য কর্ম্ম সম্পান্ন কালীন তাহারা কর্ণে তৈল ও নাসিকারন্ধ্রে নল দিয়া জল মগ্ন হয়। ডুবুরুরা অধিক কাল জল মধ্যে থাকিতে পারে না; সুতরাং বারম্বার তাহাদিগকে জলের উপরিভাগে আসিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হয়। এই রূপে যত বার

তাহারা স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ না হয়, তত বার তদ্রূপ ব্যবহার করিতে থাকে। তাঁহারা ৬০ হস্তের অধিক গভীর জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। অত্যন্ত গভীর জলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বহুমূল্য মুক্তা পাওয়া যায়।

ডুবুরুরা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না। কেননা লবণাক্ত জলে সর্ব্বদা প্রবিষ্ট হওয়াতে, তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষত দ্বারা পরিপূর্ণ, এবং চক্ষুর্দ্বয় তেজোবিহীন হয়। এই রূপে কিয়দ্দিনের মধ্যে শরীর সম্পূর্ণ ভগ্ন হওয়াতে, তাহাদিগকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

---

## ধীশক্তির মহিমা।

একদা চতুরচূড়ামণি ভোজরাজ এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যিনি কোন নূতন কবিতা শুনাইতে পারিবেন, তাঁহাকে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। কিন্তু তিনি স্বীয় চাতুরী বলে সভামধ্যে শ্রুতিধর, দ্বিশ্রুতিধর, প্রভৃতি পণ্ডিত রাখিয়া কত কত কবিকুলতিলক মহামহোপাধ্যায় কোবিদবর্গকে মহাঅপমানিত করিতেন। যদি কোন সুকবি অতিসুললিত নবরসরুচির, সরস ভাবালঙ্কার ঘটিত রসময়ী কবিতা রচনা করিয়া শ্রবণ করাইতেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সভাস্থ শ্রুতিধর মনীষিবর্গ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিতেন, মহারাজ! আমরা বহুকালাবধি এই কবিতা জানি; ইহা অত্যন্ত প্রাচীন কবিতা; ইনি কেবল

আপন কবিত্ব খ্যাপনার্থ এই কবিতা স্বরচিত বলিতেছেন। ইহা কহিয়া তাঁহারা সেই কবিতা অনায়াসে অবলীলা ক্রমে আবৃত্তি করিতেন। প্রথমে প্রথম শ্রুতিধর, পরে দ্বি-শ্রুতিধর, প্রভৃতি ক্রমে অনেকেই সেই কবিতা আবৃত্তি করিয়া কবিদিগকে মহা অপ্রস্তুত করিতেন।

একদা মহাকবি কালিদাস এই বার্ত্তা শ্রবণে মনোমধ্যে এক চমৎকার অভিসন্ধি স্থির করিয়া, ভোজরাজের সভায় আসিয়া স্বরচিত এক নূতন কবিতা পাঠ করিলেন।

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী।
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটির্মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকল বুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ,
নোবা জানন্তি কেচিন্নবকৃতমিতিচেৎ দেহি লক্ষং ততো মে॥

হে ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকবর সত্যবাদি ভোজরাজ! আপনকার পিতা আমার নিকটে এক কোটি নবনবতি লক্ষ রত্ন ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহার ঔরসজাত উত্তরাধিকারী; অতএব আমাকে তাহা ত্বরায় পরিশোধ করুন। এবিষয় যে সত্য, ইহা মহারাজের সভাসদ পণ্ডিত-মণ্ডলী সকলেই জানেন; যদি না জানেন, তবে আমার এই কবিতা নূতন হইল; আপনার অঙ্গীকৃত মুদ্রা আ-মাকে প্রদান করুন।

ইহা শুনিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক এবং ভোজরাজ অতীব বিস্ময়াপন্ন হইয়া অন্যোন্য মুখাবলোকন করিতে লাগি-

লেন। ইহাতে সুবুদ্ধিশিরোমণি মহাকবি কালিদাস ঈষদ্ হাস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! কি আর ভাবনা করেন, আপনি অতি সৎপুত্র কুলপ্রদীপ, পিতার ঋণজাল হইতে ত্বরায় বিমুক্ত হউন। শাস্ত্রে কথিত আছে, পুত্র হইয়া যে নরাধম পিতার ঋণ পরিশোধ না করে, তাহার অন্তে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নরকে নিবাস করিতে হয়। এবং যদি আমার বাক্য মিথ্যা হয়, তবে এই কবিতা যে আমার স্বরচিত, নূতন, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিয়া আমাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিতে হইবেক।

ভোজরাজ উভয়সঙ্কটে পতিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ভাবনা করিয়া উত্তর করিলেন, আপনি অদ্য স্বস্থানে গমন করুন, কল্য আসিবেন, যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হয়, তাহাই হইবেক। ইহা শুনিয়া কালিদাস বিদায় লইয়া স্বীয় বাসস্থানে গেলেন।

অনন্তর, মহীপাল সভাসদ শ্রুতিধর পণ্ডিতদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এক্ষণে ইহার কি উপায় করা কর্ত্তব্য! বুঝি এত দিনে আমাদিগের চাতুরী জাল এককালে ছেদ হইল। কালিদাসের বুদ্ধিকৌশল সামান্য নহে। সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিতেরা কহিলেন, মহারাজ! সত্যবটে, আমরা কালিদাসের কবিতা কৌশলে চমৎকৃত হইয়াছি, যাহা হউক ইহাকে অগণ্য ধন্যবাদ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। এরূপ চমৎকার কৌশল প্রকাশ করিতে কেহই কখন সমর্থ হয়েন নাই!

তদনন্তর একজন প্রাচীন পণ্ডিত কহিতে লাগিলেন, রাজন্ ! এবিষয়ে এক উপায় আছে, তাহাই করুন। আমার স্মরণ হইল, আপনকার স্বর্গীয় জনক মহাত্মার স্বহস্ত লিখিত এরূপ এক লিপি আছে, যে “ আমি আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্ন কালে আমার নদীতীরস্থ উদ্যানের মধ্যস্থিত তাল বৃক্ষোপরি অনেক রত্ন রাখিলাম। আমার উত্তরাধিকারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা গ্রহণ করিবে।” হে নরনাথ ! কালিদাসের কবিতা পুরাতন বলিয়া এই অসম্ভব লিপি তাঁহাকে প্রদান পূর্ব্বক সেই ধন তাহাকে আদায় করিয়া লইতে আদেশ করুন। ইহাতে তাঁহার ধূর্ত্ততা ও কবিতাভিমান দূর হইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ চাতুরীজালে জড়িত হইতে হইবে। ইহা শুনিয়া মহীপাল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই সভাসদকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে কোবিদবর ! উত্তম পরামর্শ বটে, আপনকার অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে আমার মানসম্ভ্রম প্রতিজ্ঞাদি সকলি রক্ষা হইবার সম্ভাবনা হইল।

পর দিবস প্রাতঃকালে কালিদাস রাজসভারোহণ পূর্ব্বক ঐ কবিতা পাঠ করিলে, শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা একে একে সকলেই সেই কবিতা অভ্যস্ত পাঠের ন্যায় অবিকল আবৃত্তি করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! এ কবিতা নূতন নহে, ইহা আপনকার স্বর্গীয় জনক মহাত্মার কৃত। এ কবিতা আমরা বহুকাল জানি। আপনি ত্বরায় তাঁহার

ঋণজাল হইতে মুক্ত হউন। ইহা শুনিয়া রাজা ঐ লিপি লইয়া কালিদাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কালিদাস তৎক্ষণাৎ তাহার মর্ম্মাবগত হইয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, হে রাজন্! এই লিপিতে অর্থের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই। অতএব, যদি আমার দত্ত ঋণের সমুদায় রত্ন পাওয়া না যায়, তবে আপনাকে অবশিষ্ট রত্ন দিতে হইবে। যদি অতিরিক্ত রত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আপনাকে প্রতিদান করিব। রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ভাল তাহাই হইবে। তদনন্তর, কালিদাস ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অতি গভীরস্বরে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সেই অনাদিরাদিরীশ্বর বিপন্নজনপাবন ভূতভাবন ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আপনি অতি সৎপুত্র কুলতিলক: আপনি যে পিতৃঋণ পরিশোধ করিবেন, ইহা কোন্ বিচিত্র।

পরে কালিদাস হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে সেই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের নিকটে উপনীত হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মূলদেশ খনন করিয়া ভূগর্ভ হইতে দুইটি তাম্র কলসপূর্ণ দুই কোটি রত্ন প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, সেই দুই কলস সমেত রাজসভায় পুনরাগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নরবর! আমি সেই বৃক্ষের মূল হইতে দুই কোটি রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার প্রাপ্য এক কোটি নবনবতি লক্ষ রত্ন আমি গ্রহণ করিলাম; অপর লক্ষ রত্ন আপনি গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।

নরপতি অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, হে সুবুদ্ধি-শেখর কবিকুলতিলক পণ্ডিতবর! আপনি কিরূপে জানিলেন, যে রত্ন বৃক্ষের মূলে নিহিত আছে। কালিদাস কহিলেন, মহারাজের জনক মহাত্মা লিখিয়াছিলেন, "আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্ন কালে আমার নদীতীরস্থ উদ্যানের মধ্যস্থিত তাল বৃক্ষে অনেক রত্ন রাখিলাম।" ইহার মর্ম্ম এই যে আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্ন কালে মস্তকের ছায়া পাদতলে আসিয়া থাকে। এই সঙ্কেতে বৃক্ষের মূলদেশ খনন করিয়া এই রত্ন প্রাপ্ত হইলাম।

ইহা শুনিবা মাত্র রাজা বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া, কালিদাসকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক অপর লক্ষ রত্নও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এবং সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে কালিদাসের পাদ-বন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ধন্য রে স্বর্গীয় সুধাভিষিক্ত কবিতা শক্তি! তোমার অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে আর কি আছে! তোমা ব্যতিরেকে আর এরূপ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে কে সমর্থ হইবে! প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি অপেক্ষাও তোমার সৃষ্টি চমৎকারিণী! ব্রহ্মার সৃষ্টি পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ বিনির্ম্মিতা। তোমার সৃষ্টি কেবল বাঙ্মাত্রাত্মক শূন্য পদার্থ দ্বারা রচিত হইয়াও কি পর্যন্ত মনোহারিণী ও চমৎকারিণী হইয়াছে! হে অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন সাক্ষাৎ সরস্বতীপুত্র কবিকেশরি কালিদাস! তুমি কি

অলৌকিক কবিত্বশক্তি ভূষিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ! বিশেষ ব্যুৎপন্ন অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা কেহই তোমার তুল্য কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। অধিক শাস্ত্রজ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা থাকিলেই যে সুকবি ও সুলেখক হয় এমত নহে, এবিষয়ে বিশেষ দৈবশক্তি আবশ্যক করে। তোমার কাব্য নাটক সমস্তের রসমাধুরী, শব্দচাতুরী ও ভাবভঙ্গী যে কি পর্য্যন্ত সমধুর, তাহা এক বদনে বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে! স্বয়ং ভারতী যদি শেষরূপ ধারণ করেন, তথাপি তিনি সে মধুরতা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন কি না, সন্দেহ কল্প। তুমি যখন যে রস বর্ণন করিয়াছ, তখন তাহাকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া গিয়াছ। তোমার কাব্য নাটকের বর্ণনা সমস্ত পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয়, যেন সেই সমস্ত ব্যাপার আমাদের নেত্রপথে বিচরণ করিতেছে। অধিক কি বর্ণন করিব, তোমার অসামান্য অপূর্ব্ব ভাবালঙ্কার ঘটিত নবরসরুচির বসনয়ী কবিতা কীর্ত্তিই আমাদের ভারতবর্ষের গৌরবের পতাকা স্বরূপ হইয়াছে। এই রত্নগর্ভা বসুন্ধরা তোমাকে ধারণ করিয়াই ধন্য হইয়াছেন। তোমাকে ধারণ করাতেই তাঁহার রত্নগর্ভা বসুন্ধরা নামের সার্থকতা হইয়াছে। তোমার তুল্য অমূল্য বসুরত্ন জগতে আর কি আছে!

অনন্তর সভাস্থ সমস্ত লোক তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-

কৌশলে চমৎকৃত হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিলেন। তখন মহাকবি কালিদাস ভূভুজকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সেই সকল রত্ন গ্রহণ করিয়া, তাহার অৰ্দ্ধেক দীনদরিদ্র অনাথদিগকে দান করিলেন। অপর অৰ্দ্ধভাগ আপনি গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

---

## আফরিকা খণ্ডের সাহারা নামক বালুকাময় মহাপ্রান্তর।

আফরিকা খণ্ডের অৰ্দ্ধভাগ কেবল বালুকাময় প্রান্তরমালায় পরিপূর্ণ। ভূমণ্ডলে আর এ প্রকার অদ্ভুত প্রান্তর নিবহ আছে কি না, বলা যায় না। তন্মধ্যে সাহারা নামক সিকতাময় মহাপ্রান্তর এরূপ বৃহৎ, যে তাহার বিস্তারতার বিষয় মনোমধ্যে পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই প্রান্তর আটলাণ্টিক মহাসাগর তীর অবধি, মিশর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৫০ ক্রোশ, এবং প্রস্থদেশ প্রায় ৩৬০ ক্রোশ হইবেক। এই মহাপ্রান্তর কেবল রক্তবর্ণ কঙ্করবিকীর্ণ বালুকারাশি দ্বারা পরিপূর্ণ আছে। ইহার প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান হইয়া অবলোকন করিলে, কেবল রক্তবর্ণ বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে, ইহাই মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাকে এক বালুকাময় মহারাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেও করা যাইতে পারে।

এই মহাপ্রান্তর মধ্যে অহরহ. বায়ুসহকারে প্রভূত বালুকারাশি, তরঙ্গের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া গগনমণ্ডলকে ঘোরতর ভয়ানক অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ; এবং পর্য্যাটকেরা সর্ব্বদাই সেই বালুকাতরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়।

ক্লার্ক, ব্রুস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পর্য্যাটকেরা কহিয়াছেন, এই মহাপ্রান্তর মধ্যে স্থানে স্থানে চলদ্বালুকাস্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে। কখন. কখন সেই বালুকাস্তম্ভ বায়ুসহকারে চালিত হইয়া দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে দৃষ্টিপথের অন্তর্হিত হইয়া মেঘ স্পর্শ করে ;—কখন কখন মন্দ মন্দ গমনে হেলিতে দুলিতে চলিতে চলিতে অপূর্ব্ব আনন্দকর শোভা সম্পাদন করে ;—কখন কখন তাহার উপরিভাগ নিম্নভাগ হইতে পৃথক হইয়া যায়, এবং পুনর্ব্বার আর মিলিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে আকাশ পথে চলিতে থাকে ;—আর কামানের আঘাত দ্বারা যেমন কোন পদার্থ ভগ্ন হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ কখন কখন বায়ুপ্রবাহে সেই বালুকাস্তম্ভ ভগ্ন হইয়া ছত্রাকারবৎ ভূমিতলে পতিত হয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি হওয়াতে পূর্ব্বে যে সকল বিষয় অসাধ্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম ছিল, এইক্ষণে তাহা ক্রমশঃ অনায়াসে সুসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। অকূল মহার্ণবে স্বচ্ছন্দে গমনাগমনের নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত সমস্ত

নির্ম্মিত হইয়াছে ;—এক মাসের পথ এক দিবসে উত্তীর্ণ হইবার জন্য দ্রুতগামী বাষ্পযান প্রস্তুত হইয়াছে ;—ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকের সংবাদ অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তাড়িতবার্ত্তাবহ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে ;—সহস্র সহস্র সুলেখক এক দিবসে যাহা লিখিয়া শেষ করিতে না পারেন, তাহা অনায়াসে এক ঘণ্টায় সুসম্পন্ন করিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে ;—এই রূপ অনেক বিষয়ের সুযোগের নিমিত্ত অনেক প্রকার কলযন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই বালুকাপূর্ণ মহাবিস্তীর্ণ প্রান্তরে অদ্যাপি স্বচ্ছন্দে গমনাগমনের সুযোগ, কি তথায় শস্যোৎপাদনের কোন উপায় স্থির করিতে কেহই সমর্থ হন নাই ; এবং কস্মিন্ কালেও যে তত্তৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন, এমনও বোধ হয় না। মনুষ্যবুদ্ধি, এবিষয়ে নিতান্ত পরাজয় স্বীকার করিয়া রহিয়াছে।

যেমন বিস্তৃত মহাসাগরের কোন কোন স্থলে এক এক দ্বীপ আছে, তদ্রূপ এই সিকতাময় মহাপ্রান্তর মধ্যেও কোন কোন স্থলে এক এক উর্ব্বরা ভূমি আছে। বৃক্ষ, লতা, জল প্রভৃতি ঐ সকল উর্ব্বরা ভূমি ব্যতীত, এই মহাপ্রান্তরে আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। এই প্রান্তরে অদ্যাবধি যে সকল উর্ব্বরা ভূমি প্রকাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে ফেজ্জান নামক স্থানই সর্ব্বপ্রধান।

ইহার মধ্যভাগে টিম্বক্টু নামক এক প্রসিদ্ধ নগর আছে।

ঐ নগর আফ্রিকা খণ্ডের মধ্যভাগস্থ লোকদিগের বাণি-জ্যের প্রধান স্থান। যে সকল প্রসিদ্ধ পর্য্যটক আফ্রিকা খণ্ডের মধ্যভাগ প্রকাশ করিতে গিয়া, ঐ বালুকারাশি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে ঐ নগরের অনেক বিবরণ লিখিত আছে।

অত্যন্ত বালুকাপূর্ণ স্থান পদব্রজে কি অশ্বে কি গজা-রোহণে কিছুতেই উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, কেবল উষ্ট্রই সেই বালুকারূপ সাগরপারের পোত স্বরূপ। এনিমিত্ত বণিকেরা টিম্বক্টু নগরে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইবার নিমিত্তে সাহারার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তত্রত্য আরবদিগের নিকট হইতে উষ্ট্র ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে; এবং পথের দুর্গমতা ও বিপদ্‌পাতের আশঙ্কা প্রযুক্ত সেই আরবদিগের মধ্যে অনেককে সঙ্গে করিয়া লয়। তাহারা তাহাদের রক্ষক ও পথদর্শক স্বরূপ হইয়া যায়।

এই পথপ্রদর্শকেরা ঐ ভয়ঙ্কর দুর্গম প্রান্তর মধ্যে কে-বল এক পথ দিয়া তাহাদিগকে লইয়া যায় না; এক এক উর্ব্বরা ভূমি লক্ষ্য করিয়া নানা পথ দ্বারা লইয়া যায়। উর্ব্বরা ভূমি লক্ষ্য করিয়া গমন করিবার অভিপ্রায় এই, যে তথায় উত্তীর্ণ হইলে, ধৈর্য্যশীল উষ্ট্র সকল জল পান ও বৃক্ষ লতাদি ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে; এবং আরোহীগণ তথায় বিশ্রাম করিয়া পথের সম্বল স্বরূপ জল সঙ্গে লইতে পারে। এই সিকতাময় মহাপ্রান্তর,

মধ্যে যদি উর্ব্বরা ভূমির অভাব হইত, তবে মনুষ্যশক্তি দ্বারা কখনই উহা উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। পরম কারুণিক পরমেশ্বর এমন দুর্গম ও দুঃখময় স্থান মধ্যে এমন এক এক সুখকর স্থান সৃষ্টি করিয়া কি অত্যাশ্চর্য্য কৌশলই প্রকাশ করিয়াছেন!

বণিকেরা ঐ সকল উর্ব্বরা ভূমির কোথাও এক সপ্তাহ, কোথাও এক পক্ষ এবং কোথাও বা এক মাস অবস্থিতি করিয়া থাকে। ইহার অভিপ্রায় এই, যে তথায় অপরাপর ব্যবসায়ী লোকদিগের সমাগম হইলে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া গমন করিতে পারে। সমস্ত দিবসের মধ্যে তাহারা ৭ ঘণ্টা চলিয়া থাকে; কিন্তু প্রত্যেক ঘণ্টায় দুই ক্রোশের অধিক চলিতে পারে না। তাহারা পানার্থ এক এক চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্র করিয়া জল লইয়া যায়। কিন্তু কখন কখন তথাকার সাইমুন নামক এক প্রকার অত্যুষ্ণ বায়ুপ্রবাহে, ঐ চর্ম্মাধার স্থিত সমুদায় জল শুষ্ক হইয়া যায়। সুতরাং এপ্রকার দুর্ঘটনাতে দারুণ পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া, সমুদায় লোক ও উষ্ট্র সকল এক কালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়। ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্ঘটনায় এক দলবদ্ধ দুই সহস্র ব্যবসায়ী লোক ১৮০০ উষ্ট্র সমেত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

ভূমণ্ডলে সমুদ্র, নদ, নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, সিকতাময় মহাপ্রান্তর প্রভৃতি যে কত প্রকার নৈসর্গিক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য

ব্যাপার দেদীপ্যমান আছে, তাহা নিরূপণ করা অতি সুকঠিন। এই সকল নৈসর্গিক আশ্চর্য্য বিষয় অধ্যয়ন ও আলোচনায় ভাবুকের অন্তঃকরণে যে কত ভাবোদয় ও সুখানুভব হয়, তাহা বলিবার নহে। পরমেশ্বরের মহিমা অনন্ত!

---

## কস্তুরী মৃগ।

উষ্ণপ্রধান দেশই এই মৃগজাতির উৎপত্তির উপযুক্ত স্থান। ইহারা তত্রস্থ পর্ব্বতাকীর্ণ অগম্য স্থানে তৃণ পত্রাদি আহার করিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে। ইহাদের অত্যন্ত ভীরুস্বভাব ও ক্ষীণশরীর; সুতরাং সমধিক বলবান্ হিংস্র জন্তু দ্বারা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা বলিয়া, পরম কারুণিক পরমেশ্বর ইহাদিগকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবনের শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তদ্দ্বারাই প্রায় ইহারা শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। যদি মৃগয়ুরা ইহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ ধাবমান্ হয়, তবে ইহারা বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক প্রবল বেগে দৌড়িয়া কোন পর্ব্বতের উর্দ্ধভাগে এমন লুক্কায়িত হয়, যে ইহাদিগকে সহজে দেখিতে পায় না। মৃগয়ুরা ইহাদিগকে গুলি দ্বারা বধ করিয়া থাকে।

এই মৃগের নাভিকুণ্ডের মধ্যভাগে অণ্ডাকার এক আধারের মধ্যে মৃগনাভি বা কস্তুরী থাকে। মৃগনাভি অতি

কঠিন পদার্থ। ইহা কেবল পুংজাতীয় মৃগেতেই জন্মে, স্ত্রী মৃগেতে জন্মে না।

অত্যুৎকৃষ্ট মৃগনাভি তিব্বৎ দেশের কস্তুরী মৃগেতেই জন্মিয়া থাকে। সেই মৃগের শরীর তিন ফুট দীর্ঘ, এবং দুই ফুট তিন ইঞ্চ উচ্চ হইয়া থাকে; লাঙ্গূল এত ক্ষুদ্র, যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি না করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের চর্ম্ম ধূমল বর্ণ, কর্ণ অত্যন্ত বৃহৎ, এবং নীচের দন্তপাতি অপেক্ষা উপরের দন্তপাতি বড়। দন্তপাতির শেষ ভাগ হইতে দুই ইঞ্চ দীর্ঘ দুইটা বক্র দন্ত বাহির হয়; উহার অগ্র ভাগ অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

যত প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য আছে, তন্মধ্যে মৃগনাভি অতি প্রসিদ্ধ। যদিও ইহার গন্ধ কিঞ্চিৎ উগ্র বটে, কিন্তু ক্লেশ-দায়ক নহে। মৃগনাভির এমত প্রবল গন্ধশক্তি, যে কোন গৃহে ইহার এক ধান পরিমিত রাখিলে, কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত সেই গৃহ সুগন্ধে আমোদিত থাকে। কিন্তু যদি অধিক পরিমাণে রাখা যায়, তবে এক বৎসরেও তাহার সুগন্ধ নষ্ট হয় না। মৃগনাভি যে কেবল সুগন্ধের নিমিত্তই আদরণীয় এমত নহে, ইহার দ্বারা অনেক প্রকার মহৌষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

---

## বাণিজ্য।

দ্রব্য বিনিময়ের নাম বাণিজ্য। অর্থাৎ যে দেশস্থ

লোকের যে দ্রব্য আবশ্যক মত ব্যবহৃত হইয়া উদ্বর্ত্ত থাকে, সেই দ্রব্য দ্বারা যে দ্রব্য অভাব হয়, তাহা অন্য দেশস্থ লোকের সহিত বিনিময় করিয়া থাকে। ইহাতে উভয় দেশস্থ লোকের অভাব দূরীকৃত হইয়া অশেষ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। অতএব, অভাবের অভাব করাই বাণি-জ্যের প্রধান উদ্দেশ্য।

বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর প্রত্যেক দেশকে কোন না কোন ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের নিমিত্ত কোন না কোন দেশের প্রতি নির্ভর করিয়া রাখিয়াছেন। তণ্ডুল, নীল, পাট, রেশম, তুলা প্রভৃতি দ্রব্য এ দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎ-পন্ন হয়; ইয়ুরোপ খণ্ডস্থ লোকের এই সকল দ্রব্য অ-ভাব হওয়াতে, তাহারা তদ্দেশোৎপন্ন থান কাপড়, উর্ণা, লৌহ প্রভৃতির সহিত এ সকল দ্রব্য বিনিময় করিয়া লইয়া যায়। এই রূপে প্রায় সকল দেশের লোকেই দ্রব্য বিনিময় দ্বারা বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তবে যে সভ্য সমাজে মুদ্রা বিনিময় দ্বারা বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন হইতে দৃষ্ট হইতেছে, সে কেবল কার্য্যের সুগমতার নিমিত্ত উপলক্ষ মাত্র। বস্তুতঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দ্রব্য বিনিময় দ্বারাই বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন হই-তেছে, ইহা নিশ্চয় অবধারিত হইবে।

বাণিজ্য প্রথা আধুনিক নহে; অতি পূর্ব্ব কালাবধি ইহা প্রচলিত আছে। যে সময়ে মনুষ্য সমাজবদ্ধ হই-

য়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সকলের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছে, সেই সময় অবধি মনুষ্য স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য সমস্ত লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ লোকের সহিত বাণিজ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইতিহাসাদি পাঠে অবগত হওয়া যাইতেছে, যে পুরাকালে ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠী সিংহল ও অন্যান্য স্থানে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। গ্রীশ দেশস্থ পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যাইতেছে, যে ফিনিসিয়ান নামক অতি প্রাচীন জাতি বাণিজ্য কার্য্যে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা পৃথিবীর প্রায় অনেকাংশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, যে অতি পূর্ব্বকালাবধি বাণিজ্য কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আধুনিক বাণিজ্যের সহিত পূর্ব্বকালিক বাণিজ্যের তুলনা করিলে, পূর্ব্বকালিক বাণিজ্য অতি সামান্য বোধ হয়। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি প্রভাবে অর্ণবযান নির্ম্মিত হওয়াতে, লোকে বাণিজ্য দ্রব্য সমেত এক বৎসরের পথ এক মাসে উত্তীর্ণ হইতেছে ;—লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হওয়াতে এক মাসের পথ এক দিবসে যাইতেছে;— তাড়িতবার্ত্তাবহ যন্ত্র প্রস্তুত হওয়াতে, কত সহস্র সহস্র ক্রোশ অন্তরস্থ দূরদেশের সমাচার কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রাপ্ত হইতেছে। এ সকল সুযোগ পূর্ব্বকালে কিছু মাত্র ছিল না, সুতরাং তৎকালে বাণিজ্যের এতাদৃশী উন্নতিও

হয় নাই। অধুনা ঐ সকল মহোপকারী সুযোগ হওয়াতে বাণিজ্য কার্য্যের পক্ষে এক প্রকার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

বাণিজ্য দ্বারা মনুষ্যের যে কত উপকার সাধন হয়, তাহা বলিবার নহে। তদ্দ্বারা সংসারের অভাব দূরীকৃত করিয়া বসুমতীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে সমর্থ হওয়া যায়;—তদ্দ্বারা ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বাধীন অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়;—তদ্দ্বারা পরিশ্রমের উৎসাহ প্রবল রূপে প্রবাহিত হয়;—তদ্দ্বারা বিজ্ঞান, শিল্প, পদার্থ, প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যার প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ সঞ্চার হয়;—এবং তদ্দ্বারা দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ হওয়াতে, নানাবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার দর্শন করিয়া অতীব দূরদর্শী হইতে পারা যায়। এই রূপে বাণিজ্য দ্বারা দেশের এবং বাণিজ্যকারীর যে অশেষ প্রকারে উপকার সাধিত হয়, ইহা আর বলা বাহুল্য মাত্র।

অতএব, যদি বাণিজ্য দ্বারা সংসারের অশেষ উপকার সাধিত হয়, তবে বাণিজ্য বৃত্তি অবলম্বন করা নিতান্ত শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। যে দেশের লোকে বাণিজ্য কার্য্যে বিশেষ তৎপর, তদ্দেশের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। দেখ! ইংরেজ লোকেরা অত্যন্ত বাণিজ্য প্রিয় হওয়াতে তাঁহাদের অবস্থা কেমন উন্নত হইয়াছে! কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশীয় লোকেরা মহোপকারী

বাণিজ্যের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা কেবল দারুণ দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেই ভাল বাসেন। তাঁহারা আর কতকালে বাণিজ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অমূল্য স্বাধীনতা রত্ন সম্ভোগ এবং অশেষ সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভের অধিকারী হইবেন, বলা যায় না!

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥

## আরণ্য নর।

আফ্রিকা খণ্ডের উত্তমাশা অন্তরীপের অন্তঃপাতী অরণ্য প্রদেশে আরণ্য নর নামক এক জাতীয় অসভ্য মনুষ্য বাস করে। কি চমৎকার! তাহারা ৩, ৪ দিন পর্য্যন্ত কিছু মাত্র আহার না করিয়া জীব ধারণ করিতে পারে। তাহারা ক্ষুধার সময়ে খাদ্য সামগ্রী না পাইলে ক্ষুধা যত প্রবল হইতে থাকে, ততই একটা কটিবন্ধনের দ্বারা কক্ষাদেশ দৃঢ় রূপে বন্ধন করে; এবং (গাঁজার ন্যায়) ডাকা নামক এক প্রকার মাদক দ্রব্যের ধূম পান করিতে থাকে। তদ্দ্বারা তাহারা ক্রমে ক্রমে মাদকতায় মত্ত হইয়া ৩, ৪ দিন পর্য্যন্ত অহর্নিশ ঘোরতর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে; তন্নিমিত্ত তাহাদের ক্ষুধার ক্লেশ কিছুই অনুভব হয় না। তাহারা অনশনান্তে এত অধিক সামগ্রীও ভোজন করিতে পারে, যে তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন

হইতে হয়। কোন গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, যে এক জন আরণ্য নরকে ১৫ সের পরিমিত একটা মেষের সমুদায় মাংস ভোজন করিতে দেখা গিয়াছে।

তাহাদের উপজীবিকা উপার্জ্জনে কিছুই মনোযোগ নাই। তজ্জন্য তাহারা কোন প্রকার শস্য বপন, বৃক্ষ রোপণ, পশু পালন, বা বাণিজ্যাদি কোন কর্ম্ম করে না। অধিক কি কহিব, পর দিন যে কি আহার করিবে, তাহাও বোধ নাই। কেবল কানন মধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাই মাত্র ভোজন করে।

আহা কি চমৎকার! তাহারা পরম মঙ্গলাকর সচ্চিদা-নন্দ পরমেশ্বরকে কেবল তমোগুণাবলম্বী মন্দকারী রূপে জ্ঞান করে। 'পরকালের বিষয়ে তাহাদের এমত বোধ আছে, যে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ঘোরতর ভয়ানক অন্ধকারা-চ্ছন্ন স্থানে বাস করিতে হইবে। তথায় আহারার্থে ঘাস ব্যতীত আর কোন সামগ্রীই নাই'।

তাহাদের মনোমধ্যে এমন প্রগাঢ় সংস্কার আছে, যে কেবল সূর্য্য হইতেই ধরাতলে বারি বর্ষিত হইয়া জী-বের জীবন রক্ষা হয়। তন্নিমিত্তে সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলে, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণার্থ, এবং মেঘের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শনার্থ, এক খান দগ্ধ কাষ্ঠ লইয়া ঊর্দ্ধ ভাগে উচ্চ করে।

তাহারা অত্যন্ত অসভ্য বটে, কিন্তু তাহাদের শিল্প

কর্ম্মে কিঞ্চিৎ নৈপুণ্য আছে। তাহারা পর্ব্বতের উত্তমোত্তম প্রস্তর খণ্ডের উপরিভাগে নানাবিধ পশ্বাদির প্রতিমূর্ত্তি অতি সুচারু রূপে চিত্রিত করে, কিন্তু তাহাদের বর্ণের কিছু মাত্র প্রভেদ করে না।

তাহারা অবিরত নৃত্য বাদ্যানুরত, কিন্তু তাহাদের বাদ্যযন্ত্র কেবল গুণসংযুক্ত এক ধনুকের ন্যায় মাত্র। ঐ গুণে অঙ্গুলির আঘাত দ্বারাই তাহারা বাদন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

---

## দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি।

যে সকল যন্ত্রের সৃষ্টি দ্বারা মনুষ্যবর্গের অপর্য্যাপ্ত উপকার সাধিত হইতেছে, তন্মধ্যে দৃষ্টিযন্ত্র অতি প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক। ইংলণ্ড রাজ্যের মিডেল্‌বর্গ দেশের এক জন উপাঙ্ককারের পুত্র, দুই খানি কাচ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী মধ্যে রাখিয়া, কখন দূরস্থ ও কখন নিকটস্থ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। সেই প্রকার করিতে করিতে, সে সেই দুই কাচ দ্বারা সম্মুখস্থ এক গির্জার চূড়া স্থিত কুক্কুটকে, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও তাহার উপরিভাগ নিম্নে ও নিম্নভাগ উপরে দেখিল। তাহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার পিতাকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিল। তাহার পিতাও সেই দুই কাচ দ্বারা তদ্রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইল। পরে সে সেই দুই কাচ এক কাষ্ঠফলকে এরূপ

কৌশলে স্থাপিত করিল, যে ইচ্ছাক্রমে তাহা নিকটস্থ ও দূরস্থ করিতে পারে। এই প্রকারে দূরস্থ বস্তু নিকটস্থবৎ দৃষ্ট হইবার যন্ত্র, সর্ব্বাগ্রে অসম্পূর্ণ রূপে সৃষ্ট হইল।

তৎপরে ভুবনবিখ্যাত মহাপণ্ডিত গেলিলিও সাহেব, এই যন্ত্রের সৃষ্টিবার্ত্তা শ্রুত হইয়া প্রকৃষ্ট রূপে দূরবীক্ষণ যন্ত্র সৃষ্টি করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি এক কাষ্ঠময় নলের দুই দিকে দূরদৃষ্টিসাধক কাচ স্থিত করিয়া প্রকৃষ্ট এক দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা আকাশ মণ্ডলস্থ নক্ষত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এই যন্ত্রের সহায়তায় বৃহস্পতি গ্রহের চতুর্দ্দিকে চারিটি চন্দ্র পরিভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্য আপন মেরুদণ্ডে ভ্রমণ করিতেছেন ও তন্মধ্যে রেখা আছে, চন্দ্র মধ্যে পর্ব্বত ও উপত্যকা আছে, এবং সামান্য চক্ষুর অগোচর অনেক নক্ষত্র আকাশ মণ্ডলে বিরাজমান আছে, এই সকল আবিষ্কৃত করিলেন। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। তদবধি ক্রমে ক্রমে ঐ যন্ত্রের উন্নতি হইয়া, আকাশ মণ্ডলস্থ অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ সকল আবিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে।

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত হর্শেল সাহেব কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা, নিরীক্ষিত বস্তুকে তাহার স্বাভাবিক অবয়ব অপেক্ষা ৬০০০ গুণ বৃহৎ দেখায়। মহা তেজস্পুঞ্জ শনি গ্রহকে ঐ যন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু সামান্য

চক্ষুতে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বোধ হয়, যেন আমরা ঐ গ্রহাভিমুখে ৪০০০০০০০০ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া তাহাকে স্পষ্ট দেখিতেছি। এক এক ঘণ্টায় যদি আমরা ২৫ ক্রোশ ঐ গ্রহাভিমুখে গমন করি, তবে ঐ ৪০০০২০০০০ ক্রোশ উত্তীর্ণ হইতে আমাদের ১৮০০ বৎসর লাগে। অতএব, দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে আমাদের দূরগমনের বাহন স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

ইহার সহায়তায় আমরা বহু দূরস্থ অগণ্য অচল নক্ষত্র ও তাহাদের অবস্থিতি স্থান স্পষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু ২০০০০০০০০০০০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত আকাশমণ্ডলে গমন করিলেও তাদৃশ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের শরের ন্যায় দ্রুতগতি হইলেও কত কোটি কোটি বৎসর ঐ ২০০০০০০০০০০০০০ ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইতে সময় লাগে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু লোকের স্বপ্নের অগোচর ছিল, এক্ষণে জ্যোতির্ব্বেত্তারা দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভাবে তাহার অনেক আবিষ্কৃত করিয়াছেন; এবং ভবিষ্যতে এই দৃষ্টিযন্ত্রের যত উৎকর্ষ বৃদ্ধি হইবেক, ততই জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের উন্নতি হইতে থাকিবেক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

## পেলিকান পক্ষী।

এই পক্ষী আফ্রিকা ও আমেরিকা খণ্ডে জন্মে। ইহা-দিগকে হংস জাতি মধ্যে গণ্য করা যায়; ইহাদের আকৃতি ও বর্ণ সোয়ান পক্ষীর সদৃশ; কিন্তু শরীর তদপেক্ষা অনেক বৃহৎ। পেলিকানের চঞ্চু ১৫ ইঞ্চ দীর্ঘ হইয়া থাকে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে ইহার নিম্ন চঞ্চুর মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ত্বক্‌নির্ম্মিত এক থলিয়া থাকে। সেই থলিয়া এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত হয়, যে তাহাতে ইহারা প্রায় ১৫ সের জল রাখিতে পারে। ইহারা ইচ্ছানুসারে থলিয়া সঙ্কুচিত ও স্ফীত করিতে পারে।

পেলিকান পক্ষী অত্যন্ত মৎস্যপ্রিয়। ইহারা জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে। কিন্তু মৎস্য ধরিবা মাত্রেই ভক্ষণ করে না। প্রথমে ক্রমাগত মৎস্য ধরিয়া থলিয়া পূর্ণ করে। পরে জল হইতে উঠিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, সেই সকল মৎস্য স্বচ্ছন্দে আহার করিতে থাকে। থলিয়াতে তাহারা এত মৎস্য রাখিতে পারে, যে ছয় জন মনুষ্য তাহা আহার করিয়া বিলক্ষণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে। মৎস্য ধরিয়া যখন থলিয়া পরিপূর্ণ করে, তখন তাহা এমন স্ফীত হইয়া উঠে, যে তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

পেলিকান পক্ষী গৃহপালিত হইলে, বিলক্ষণ প্রভুভক্ত

ও শিক্ষিত হইয়া থাকে। কোন প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, যে তিনি এরূপ একটি পেলিকান পক্ষী দেখিয়াছিলেন, যে সে প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রভুর বাটী হইতে উড়িয়া যাইত, এবং সায়ংকালে মৎস্য দ্বারা স্বীয় থলিয়া পরিপূর্ণ করিয়া প্রভুর ভবনে উপস্থিত হইত। তৎপরে সেই সকল মৎস্যের কিয়দংশ স্বীয় প্রভুকে সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং আহার করিত।

জেস্নার নামক এক জন প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বর্ণন করেন, যে মেকসেমেলা নামক সম্রাটের একটি পালিত পেলিকান পক্ষী ছিল। তাঁহার সৈন্য সকল যখন যুদ্ধার্থে স্থানান্তরে গমন করিত, সে তখন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। ঐ পক্ষী ৮০ বৎসর জীবিত ছিল।

---

## রোড্স দ্বীপের প্রকাণ্ড মুরদ।

এই ভূমণ্ডলে পুরাকালিক শিল্পনিপুণ ব্যক্তিদিগের কৃত যে সাত প্রকার অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে ঐ প্রকাণ্ড মুরদ গণ্য হইয়া থাকে। ফলতঃ উহার যে প্রকার উচ্চতা ও নির্ম্মাণের পারিপাট্য, তাহাতে উহাকে অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকীর্ত্তি বলিয়া অবশ্যই উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, নির্ম্মাণের পর ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে ছিল; পরে এক ভয়ানক ভূমিকম্প দ্বারা পতিত হইয়া গিয়াছে।

রোড্‌সবাসীরা ঐ প্রকাণ্ড মুরদ তাঁহাদের পরমারাধ্য সূর্য্যদেবের প্রতিষ্ঠার্থ পিত্তল দ্বারা নির্ম্মাণ করে। উহার দুই পদ তথাকার বন্দরের দুই তটস্থ দুই পর্ব্বতের উপরিভাগে স্থিত ছিল। সেই পর্ব্বত দ্বয়ের পরস্পর দূরতা ন্যূনাধিক ৩৪ হস্ত। প্লিনি সাহেব কহেন, ঐ মূর্ত্তির উচ্চতা ৬৬ হস্ত, এবং এরূপ স্থূলতা, যে উহার প্রত্যেক অঙ্গুলিই এক এক পূর্ণাবস্থ ব্যক্তির সদৃশ। বিশেষতঃ অঙ্গুষ্ঠ এরূপ স্থূল যে কোন ব্যক্তি বাহু বিস্তার করিয়াও তাহা পরিবেষ্টন করিতে সমর্থ হইত না। উহার পদদ্বয়ের নিম্ন প্রদেশ দিয়া বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত সকল স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিত।

এই বৃহৎ মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে পিত্তলনির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড প্রদীপ ছিল। নিশাকালে সেই প্রদীপে বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হইয়া সেই স্থান আলোকময় হইত। রাত্রিকালে উহার নিম্ন দেশ দিয়া যে সকল অর্ণবপোত গমনাগমন করিত, ঐ আলোক দ্বারা তাহাদের যে পর্য্যন্ত উপকার দর্শিত, তাহা বলিবার নহে।

কথিত আছে, ডিমিট্রিয়স পোলিওকৃটিস নামক যোদ্ধা রোড্‌স দ্বীপ অধিকার করণার্থ এক বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তর অস্ত্র শস্ত্র সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে পরস্পর, সন্ধি সংস্থাপন হইলে, তিনি রোড্‌সবাসীদিগকে সেই সকল অস্ত্র প্রদান করেন। তাহারা সেই সকল অস্ত্র

বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করে, তদ্দ্বারা ঐ প্রকাণ্ড মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়।

প্লিনি সাহেব কহেন, লিণ্ডস্ নগরবাসী লিসিপস্ নামক শিক্ষকের চেরিস নামক এক ছাত্র ঐ প্রকাণ্ড মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তিনি জীবিতাবস্থায় ঐ বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ নগরবাসী লেচিস নামক এক ব্যক্তি তাহার রচনা সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

---

## শোণিতশোষক বাদুড়।

এই জাতীয় বাদুড় দক্ষিণ আমেরিকা খণ্ডে জন্মে। ইহারা নর ও পশুরক্ত পান করে। যখন কোন লোক বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রা যায়, তখন ঐ শোণিতশোষক জীব, তাহাকে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করিবার মানসে, পক্ষ সঞ্চালন পূর্ব্বক বাতাস করিতে থাকে। পরে সে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলে, ঐ বাদুড় তাহার পদের অঙ্গুষ্ঠে মধ্যে মুখ সংলগ্ন করিয়া জলৌকার ন্যায় রক্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহাদের রক্ত শোষণ সময়ে মনুষ্য কি পশুর কিছু মাত্র ক্লেশ বোধ হয় না। তাহারা এরূপ শোণিতলোলুপ, যে রক্ত দ্বারা উদর পূর্ণ হইলেও পরিতৃপ্ত হয় না, বারম্বার উদ্গার করিয়া শোষণ করিতে থাকে। তাহারা মনুষ্য শরীর

হইতে এত শোণিত শোষণ করে, যে তদ্দ্বারা কোন কোন লোকের প্রাণ বিয়োগও হইয়া থাকে। পশুদের শোণিত শোষণ সময়ে তাহাদের কর্ণাদিতে মুখ প্রবেশিত করে। রক্ত শোষণ কালে তাহারা যে ছিদ্র করে, তাহা সূচির ছিদ্র অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

---

## শক্রধনু।

বৃষ্টির সময়ে জলবিন্দু সমূহে সূর্য্য কিরণ পতিত হইলে শক্রধনু উৎপন্ন হয়। তৎকালে যদি সূর্য্য আমাদের পশ্চাদ্ভাগে এবং মেঘমালা সম্মুখে থাকে, তবেই শক্রধনু দৃষ্ট হয়। অস্মদ্দেশীয় লোকেরা এই নৈসর্গিক অদ্ভুত কাণ্ডকে শক্রধনু ও রামধনু, অর্থাৎ ইন্দ্র ও শ্রীরামের ধনু বলিয়া থাকেন; ফলতঃ ইহা কাহারও ধনু নহে; জলবিন্দু ও সূর্য্যের কিরণই কেবল ইহার উৎপত্তির কারণ।

শক্রধনুতে লোহিত পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল, বায়োলেট এই সাত বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জলবিন্দু সকল গোলাকার ও স্বচ্ছ, এপ্রযুক্ত তন্মধ্যে সূর্য্য কিরণ দুই বার বক্রভাবে পতিত ও এক বার প্রতিফলিত হইলেই, ঐ সাত বর্ণ উৎপন্ন হয়। মেঘ যদি অত্যন্ত ঘোরতর হয়, এবং জলবিন্দু সকল ঘন হইয়া পতিত হয়, তবে ঐ সকল বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল রূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া

থাকে। যতক্ষণ জলবিন্দু পতিত হয়, ততক্ষণ শক্রধনু দৃষ্ট হয়।

যখন বৃষ্টি আকাশের দৃষ্টিগোচর এক সীমা অবধি অপর দৃষ্টিগোচর সীমা পর্য্যন্ত পতিত হইতে থাকে, তখন শক্রধনু দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ তৎকালে বৃষ্টির সহিত সূর্য্য অদৃশ্য থাকেন। ফলতঃ সূর্য্য আমাদের পশ্চাদ্ভাগে ও মেঘ সম্মুখে না থাকিলে, এবং অল্প অল্প বৃষ্টি না হইলে শক্রধনু দৃষ্ট হয় না।

এই গগনোজ্জ্বল নৈসর্গিক অদ্ভুত পদার্থ যে সময়ে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন আর দুর্যোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ আকাশ মণ্ডল হইতে ঘোরতর বারি বর্ষিত হইয়া সূর্য্য অদৃশ্য না হইলে দুর্যোগ হয় না। কিন্তু শক্রধনু উদয় হইলে এক দিকে অল্প অল্প বৃষ্টি অপর দিকে সূর্য্যকিরণ পতিত হইতে থাকে, সুতরাং এমন স্থলে কোনমতেই দুর্যোগ হইতে পারে না। আকাশ মণ্ডল নির্ম্মল থাকিলে শক্রধনুর বর্ণ সকল দেখা যায় না।

---

## লিপিবাহক কপোত।

এই কপোতেরা অন্যান্য জাতীয় কপোত অপেক্ষা বড়। এজন্য প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তবেত্তারা ইহাদিগকে কপোতরাজ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহাদের চঞ্চুর অগ্রভাগ হইতে পুচ্ছের শেষভাগ পর্য্যন্ত শরীরের দীর্ঘতা

১৫ ইঞ্চ। ইহাদের অবয়ব সুদৃশ্য; পক্ষ সকল অত্যন্ত ঘন ও চিক্কণ, গলদেশ দীর্ঘ ও সরল। চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ব এক প্রকার রক্তবর্ণ ত্বক্ দ্বারা মণ্ডিত থাকাতে, ইহাদিগকে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। যদিও অন্যান্য কোন কোন জাতীয় পারাবতের চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ব ঐ প্রকার ত্বক্ দ্বারা ভূষিত থাকে বটে, কিন্তু তাহা উহার ন্যায় অসাধারণ সুন্দর বোধ হয় না। এই কপোতেরা শিক্ষিত হইলে দূরদেশ হইতে লিপি আনিতে পারে; এজন্য ইহাদিগকে লিপিবাহক কপোত বলা যায়। ইহাদিগের যাহার যে পরিমাণে পক্ষ সকল সবল, সে তৎপরিমাণে জীবিত থাকে।

পূর্ব্বে মিশর, পালেস্তাইন্ প্রভৃতি অনেকানেক প্রসিদ্ধ দেশে যুদ্ধ সময়ে, জয় পরাজয়, সৈন্য আনয়ন, খাদ্য অন্বেষণ প্রভৃতির সংবাদ এই কপোত দ্বারা আনীত হইত। এক্ষণে বিলাতের বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী আমোদবিলাসী সাহেবেরা উক্ত কপোত দ্বারা দূরস্থ বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে পত্রদ্বারা সম্বাদ আনয়ন করিয়া থাকেন। এই অত্যাশ্চর্য্য গুরুতর ব্যাপার সাধনার্থ প্রথমতঃ ঐ শিক্ষিত পারাবতকে কাহার দ্বারা উদ্দেশ্য বন্ধুর নিকটে প্রেরণ করিতে হয়। তিনি পাতলা অথচ কঠিন কাগজে পত্র লিখিয়া তাহার পক্ষে বাঁধিয়া দিলে সে দ্রুতবেগে প্রাণপণে পক্ষ সঞ্চালন পূর্ব্বক স্বীয় স্বামির ভবনে আসিয়া

উত্তীর্ণ হয়। এই প্রভুভক্ত জীব পত্র আনয়ন কালীন এত অধিক ঊর্দ্ধদেশ দিয়া আসিতে থাকে, যে তখন সে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয়। ইহারা কখন কখন উড়িয়া আসিতে আসিতে সমুদ্রে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাদের পক্ষ সকল এমন সবল, যে এক ঘণ্টার মধ্যে বিংশতি ক্রোশ পথ উড়িয়া যাইতে পারে।

এই কপোতদিগকে প্রথমাবস্থায় এই আশ্চর্য্য কার্য্য শিক্ষা দিয়া অভ্যাস করাইতে হয়। তৎকালে ইহাদিগকে একটা পিঞ্জর মধ্যে রাখিয়া, প্রথমতঃ অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে লইয়া গিয়া প্রত্যহ দুই তিনবার ঐ পিঞ্জর হইতে ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহারা তৎক্ষণাৎ উড়িয়া উড়িয়া নিজ প্রভুর ভবনে আসিয়া উত্তীর্ণ হয়। এইরূপে দিন দিন দূরতা বৃদ্ধি করিয়া ছাড়িয়া দিলে, ইহারা ক্রমে ক্রমে ঐ আশ্চর্য্য কার্য্য সাধনে বিলক্ষণ পারগ হইয়া উঠে।

অধিক দূর দেশ হইতে যদি এই কপোতদিগের দ্বারা পত্র প্রেরণ করিতে বাসনা হয়, তবে ইহাদিগকে আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনাহারে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে ছাড়িয়া দিলে, অত্যন্ত ঊর্দ্ধে উড়িয়া ভয় ও ক্ষুধার প্রবলতা প্রযুক্ত প্রবল বেগে পক্ষ সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হয়। কুজ্ঝটিকা ও ঝঞ্ঝামায় দিনে ইহারা স্বচ্ছন্দে পক্ষ সঞ্চালনে সমর্থ না হওয়াতে অত্যন্ত বিপাকে পতিত হয়। এ জন্য সে

দিন ইহাদিগকে প্রায় কেহই কোন স্থান হইতে প্রেরণ করেন না।

---

## চীন দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিবরণ।

চীন দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শরীর অত্যন্ত স্থূলাকার। বিশেষতঃ সকল অঙ্গের অপেক্ষা উদর অতিশয় বড়। মুখমণ্ডল দীর্ঘ, চক্ষুঃ ক্ষুদ্র ও দীপ্তিহীন, ওষ্ঠ অত্যন্ত পাতলা, গণ্ডদেশ তুষার বর্ণ, নাসিকা চেপ্টা, ভ্রূযুগ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, লাবণ্য তাম্রবর্ণ, পদযুগ অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

চীনেরা স্ত্রীলোকদিগের পদদ্বয় ক্ষুদ্র করিবার নিমিত্ত কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই তাহার পদ যুগল লৌহনির্ম্মিত পাদুকা দ্বারা আবদ্ধ করে। কিয়দ্বৎসর পদযুগ সেই অবস্থায় রাখে; পরে যখন তাহা বৃদ্ধি হইবার আর সম্ভাবনা না থাকে, তখন সেই লৌহনির্ম্মিত পাদুকা পদ হইতে খুলিয়া লয়। তাহাদের এই প্রকার করণের উদ্দেশ্য এই, যে তথায় অতি ক্ষুদ্র পদই পরম সুন্দরী নারীর লক্ষণ। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতি তত্রত্য লোকের বিশেষ দৃষ্টি নাই, কেবল যে নারীর যে পরিমাণে পদযুগ ক্ষুদ্র হয়, সে সেই পরিমাণে সুন্দর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই প্রকারে স্ত্রীলোকদিগের পদযুগল আবদ্ধ করাতে তাহা এমন ক্ষুদ্র হইয়া উঠে, যে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে যাইতে হইলে, তাহারা সরল

ভাবে গমন করিতে পারে না; প্রত্যুত পুনঃপুনঃ ধরাতলে পতিত হয়। যখন তাহারা আপনাদিগের এই বিচিত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেশ বিন্যাস করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহা-দিগকে পরিচ্ছদবিশিষ্টা রূপিরূপিণী ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না।

চীন জাতিরা স্ত্রীলোকদিগের গৌরব রক্ষার্থে যেমন তৎপর, অবনী মণ্ডলে এমন আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। তাহারা এবিষয় তাহাদিগের অতীব গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম-বোধ করিয়া থাকে। এজন্য তাহাদিগের অন্তঃপুর মধ্যে অপর কোন ব্যক্তিই প্রবিষ্ট হইতে পারে না। অধিক কি বর্ণন করিব, বাটীর কর্ত্তাও বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সর্ব্বদা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না।

চীন দেশীয় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুর রূপ কারাগারে অহর্নিশ আলস্য পরবশ হইয়া অবস্থান করে। তাহারা অতি প্রয়োজনীয় কারণ ব্যতীত কখনও বাটীর বাহিরে আসিতে সমর্থ হয় না। তাহা-দিগের কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই, কেবল অস্মদ্দেশীয় ধ-নাঢ্যদিগের স্ত্রীলোকের ন্যায় অন্তঃপুর সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা আছে। মধ্যবিত্ত ব্যক্তি দিগের স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সংসার-ধর্ম্মের বিস্তর উপকার করে। দুঃখী লোকের স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত অতি কষ্টসাধ্য কর্ম্ম করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

## ঝটিকা।

বায়ুর প্রবল বেগের নামই ঝটিকা। স্বভাবতঃ ঝটিকা অনেকানেক কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বায়ুর উষ্ণতাই ইহার উৎপত্তির প্রধান কারণ। যখন যে স্থানের বায়ু অপরাপর স্থানের বায়ু অপেক্ষা উষ্ণতর হয়, তখন সেই স্থানের বায়ু লঘু হইয়া ঊর্দ্ধদেশে উত্থিত হয়; তাহাতে নিকটস্থ বায়ু সেই বায়ুশূন্য স্থান পরিপূরণার্থে অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগে আইসে। সেই কালে বায়ুর ঘোরতর বেগেই ঝটিকার উৎপত্তি হয়।

উষ্ণতা শক্তি দ্বারা যে বায়ু লঘু হইয়া উপরে উঠে, ও সেই বায়ুশূন্য স্থান পূরণার্থ নিকটস্থ বায়ু যে প্রবল বেগে আইসে, ইহা অনায়াসে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। যদি আমরা প্রভূত অগ্নিপূর্ণ একটি গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সেই দ্বারের উপরিভাগে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ ধরি, তবে তাহার শিখা বাহিরে যায়, এবং নিম্নে ধরিলে ভিতরে প্রবিষ্ট হয়। ইহাতে নিশ্চয়ই স্থিরীকৃত হইতেছে, যে অনলোত্তপ্ত লঘু বায়ুর বহির্গমন জন্য তৎসঙ্গে দীপশিখাও বাহিরে যায়, ও শীতল গুরু বায়ুর ভিতরে প্রবিষ্ট হওনের নিমিত্ত শিখা ভিতরে আসিয়া থাকে।

উষ্ণপ্রধান দেশে প্রখর প্রভাকরোত্তাপে বায়ু উষ্ণ হওয়াতে সর্ব্বদাই ঝটিকা উৎপন্ন হয়। আমাদিগের

উষ্ণপ্রধান দেশ, এজন্য এ স্থানে যত ঝটিকা হয়, এত শীতল দেশে হয় না। ঝটিকা দ্বারা সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত,—মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে সঞ্চালিত,—অন্তরীক্ষের কদর্য্য বাষ্পের গন্ধ পরিষ্কৃত হইয়া বিস্তর উপকার সাধনও হইয়া থাকে।

---

## নিদ্রাতুর মূষিক,—ভেক,—শ্বেত ভল্লূক।

এই মূষিক জাতি শীত কালে স্বীয় গর্ত্ত মধ্যে ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত থাকে। পরে গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে ইহাদিগের দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হয়। এম্, মেঙ্গালী সাহেব এবিষয় পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, যে তিনি শীতকালের আরম্ভে একটি তজ্জাতীয় মূষিককে একটা মেজের উপর রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সে তথায় না থাকিয়া তাহার সমীপবর্ত্তী কতকগুলি কাগজের নীচে শয়ন করিল। পরে শীতের প্রাদুর্ভাব হইলে সে প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। অনন্তর শীত যত হ্রাস হইতে থাকিল, ততই তাহার চৈতন্য বোধ হইতে লাগিল। পরে গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার আহারাদির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

ভেকেরাও এই রূপে শীত কালে গর্ত্ত কিম্বা পঙ্ক মধ্যে কেবল নিদ্রা যায়। তখন তাহারা এরূপ ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত থাকে, যে তাহাদিগকে মৃত্যুপ্রায় বোধ হয়। সে সময়ে কেহ গুরুতর আঘাত করিলেও তাহা-

দিগের গাঢ়নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। পরে যখন সূর্য্যের তেজ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে, তখন তাহাদিগের দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

তুষারময় মেরু প্রদেশে এক প্রকার শ্বেত ভল্লূক আছে। তাহারাও তথাকার সমুদায় রাত্রি অর্থাৎ ছয়-মাস, বরফের মধ্যে সুখে নিদ্রা যায়

আহা! বিশ্ববিধানকর্ত্তা পরম বিধাতার কি চমৎকার সৃষ্টিকৌশল! এই সকল ব্যাপার অবগত হইলে, কাহার অন্তঃকরণে তাঁহার অপার মহিমার উদয় না হয়।

---

## গারো জাতি।

বঙ্গদেশের ঈশান কোণ স্থিত পর্ব্বত শ্রেণীতে গারো জাতীয় লোকেরা বাস করে। ইহারা রকসুম, চিরাম, ডারা, মরঙ্গ, সিকিম্, থাকুচক্, গোর, শান্ত প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদিগের এই প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এক এক জন প্রধান ব্যক্তি আছে, তাহারা স্ব স্ব শ্রেণীর সমুদয় কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে।

গারো জাতিরা অত্যন্ত বলবান্ ও কুরূপ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী লোকেরা আরো কুৎসিতা। গারো জাতিরা সভ্যতা বিষয়ে নিতান্ত দরিদ্র। ইহাদিগের, কি স্ত্রী, কি পুরুষ উভয়েই কটিতটে কৌপীন মাত্র পরিধান করে; এবং কপর্দ্দক বা কাংস্যাদি ধাতুবিনির্ম্মিত নানাবিধ ভূষণ শরীরে ধারণ করে। বিশেষতঃ স্ত্রী জাতিরা অত্যন্ত

অলঙ্কারপ্রিয়া। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কর্ণে এত অলঙ্কার ধারণ করে, যে তদ্দ্বারা তাহাদিগের কর্ণযুগ নম্র-মান হইয়া যায়।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে গারোদিগের কিছুই বিচার নাই। কুক্কুর, বিড়াল, ভেক, সর্প প্রভৃতি নানাবিধ জীব জন্তু ভোজন করে। বিশেষতঃ কুক্কুরমাংসই ইহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। "কুকুর পিঠা" নামে ইহাদিগের এক উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী আছে, তাহা ভোজনে ইহারা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়। তাহা প্রস্তুত করিবার রীতি এই যে, প্রথমতঃ ইহারা একটা কুক্কুরকে উদরপূর্ণ তণ্ডুল ভোজন করাইয়া, জীবিতাবস্থাতেই প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করে। পরে তাহার উদরস্থ তণ্ডুল সিদ্ধ হইয়াছে বোধ হইলে, তাহার উদর ছুরিকা দ্বারা ছেদ করিয়া, সেই সকল তণ্ডুল অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভোজন করে। ইহাদিগের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মদ্যপান করিয়া থাকে। ইহারা কদাচ গোদুগ্ধ পান করে না; দুগ্ধকে ক্লেদ বলিয়া ঘৃণা করে।

ইহাদিগের বিবাহ পদ্ধতি অতি উৎকৃষ্ট। বর কন্যা পরস্পর পরস্পরের মনোনীত এবং পরস্পরের সম্মতি না হইলে পরিণয় সংস্কার সম্পন্ন হয় না। ইহাদিগের জননী যে গোত্রের কন্যা, পুত্রেরা সেই গোত্র প্রাপ্ত হয়। এজন্য ইহাদিগের সেই গোত্রে পাণিগ্রহণ হয় না।

গারো জাতির মধ্যে পরস্ত্রীসম্ভোগ, চৌর্য্যক্রিয়া, মনুষ্যহনন, এই তিন অপরাধই অত্যন্ত ঘৃণাকর ও মহাপাপজনক। এনিমিত্ত এই তিন অপরাধেই উহাদিগের প্রাণদণ্ড হয়। উহারা অন্যান্য অপরাধে তদনুযায়ী দণ্ড প্রদান করিলেই, অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে। দণ্ড দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় হয় তৎসমুদায়েই ইহারা মদিরা পান করে।

কোন গারোর মৃত্যু হইলে তাহার শব তিন চারি দিন পর্য্যন্ত থাকে। পরে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব সকলে একত্রিত হইয়া মহা সমারোহ সহকারে ঐ মৃতদেহ দাহ করে *। গারো জাতির পুত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, ভাগিনেয়ই উত্তরাধিকারী হয়।

গারো জাতিরা কার্পাসের কৃষিকর্ম্মে অত্যন্ত সুচতুর। ইহারা কার্পাস প্রস্তুত করিয়া তদ্বিনিময়ে ধান্য, লবণ, তাম্বূল, শুষ্ক মৎস্য ইত্যাদি দ্রব্য গ্রহণ করে। অন্যান্য পর্ব্বতীয় জাতির ন্যায় ইহারাও নানা দেব দেবী পূজক।

এই অসভ্য জাতিদিগের পাণিগ্রহণের নিয়ম, এবং ব্যভিচার দোষের ব্যবস্থা যে কি উৎকৃষ্ট, তাহা বিবেচনা করিলে সমুদায় সভ্য জাতিকে ইহাদিগের দাসত্ব স্বীকার

---

* বোধ হয়, ইহাদিগের জ্ঞাতি কুটুম্বাদি সকলে একত্রিত না হইলে সৎকার প্রশস্ত হয় না; এই নিমিত্তই ইহাদিগের শব তিন চারি দিন পর্য্যন্ত গৃহে থাকে।

করিতে হয়। আহারের বিষয় বিবেচনা করিলে, সমুদায় জঘন্য বন্য পশু অপেক্ষাও ইহাদিগকে নীচ বোধ হয়। আহা! ইহাদিগের কি চমৎকার অবস্থা

---

## খড়্গী মৎস্য।

এই মৎস্য প্রায় ৬০ ফুট দীর্ঘ হয়। ইহার শরীরের পরিমাণ তিমি মৎস্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। আশ্চর্য্য এই যে, ইহার মুখের উপরিভাগ হইতে এক খড়্গ বহিষ্কৃত হয়। ঐ খড়্গ প্রায় ১২, ১৩ ফুট দীর্ঘ, ও ৩, ৪ ফুট স্থূল হইয়া থাকে। ক্রমশঃ উহার অগ্রভাগ সরু হইয়া উঠে; এবং এক প্রকার মালাবৎ ত্বক্ দ্বারা জড়িত থাকাতে উহা অতিশয় সুন্দর দেখায়। ঐ খড়্গ হস্তীর দন্ত অপেক্ষাও অধিকতর শুভ্র, কঠিন ও ভারী।

এই জলচর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ইহারা ঐ খড়্গ দ্বারা অনায়াসে অর্ণবপোতাদি বিদীর্ণ করিতে পারে। ইহারা এরূপ ক্রোধান্ধ, যে অর্ণবপোতাদি বিদীর্ণ করিতে মানস করিলে, এমন প্রচণ্ড বেগে ধাবমান হয়, যে তাহাতে কখন কখন উহাদিগের প্রাণবায়ুর অবসানও হইয়া থাকে।

---

## হেক্লা নামক আগ্নেয় গিরি।

পৃথিবী মধ্যে আইসলণ্ড দ্বীপে যে প্রকার ভয়ঙ্কর পর্ব্বতীয় অগ্ন্যুৎপাত হয়, এরূপ আর কুত্রাপি হয় না। তদ্দ্বারা

তথায় যে প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহা শুনিলে হৃদ্‌কম্প হইতে থাকে। ফলতঃ এই দ্বীপ ক্রমাগত বহুকালাবধি অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছে।

আইস্‌লণ্ড দ্বীপে যত আগ্নেয় পর্ব্বত আছে, তন্মধ্যে হেক্‌লা নামক আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। এই পর্ব্বত তথাকার দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে অবস্থিত আছে। সময়ে সময়ে এই পর্ব্বত হইতে অগ্নিশিখা এবং দাহ্য পদার্থের স্রোত ভয়ঙ্কর বেগে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে থাকে; তাহাতে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পর্ব্বত হইতে এমত ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হয়, যে তদুদ্গীর্ণ ভস্মরাশি দ্বারা ঐ দ্বীপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল; তাহাতে অনেক মনুষ্য, পশু, পক্ষী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। সেই ভস্ম এমন প্রচণ্ড বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, যে ঐ দ্বীপ হইতে ৯০ ক্রোশ দূরস্থ স্থানেও পতিত হয়।

এই পর্ব্বত প্রায় ৩৩৩৩ হস্ত উচ্চ; ইহার শিখরদেশে উত্তীর্ণ হইতে চারি ঘণ্টার অধিক সময় লাগে। ইহার পশ্চিম ভাগে এক বৃহৎ গহ্বর আছে। ঐ গহ্বর ইহার নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া শিখরদেশে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যখন ঐ গহ্বর হইতে অগ্নিশিখা এবং দাহ্য পদার্থ সকল প্রচণ্ড বেগে নির্গত হয়, তখন বিস্তর প্রস্তর দগ্ধ হইয়া ভস্মরাশি হইয়া যায়। কিন্তু সেই গহ্বরের

অপর দিগস্থ বৃহৎ বৃহৎ বরফ চাপ কিছু মাত্র গলিত হয় না।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তর ভান্‌ট্রইল, সর্ জোজেফ্ ব্যাঙ্কেস্, ডাক্তর সোলেণ্ডর এবং জেম্‌স লিণ্ড সাহেব উক্ত আগ্নেয় গিরি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা উহার নিকটে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, যে ৩৫ ক্রোশ বিস্তীর্ণ এক খণ্ড ভূমি উহার গহ্বরোৎক্ষিপ্ত গলিত গন্ধকরাশি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। পরে তাঁহারা কিয়ৎকাল নিরবচ্ছিন্ন সেই গলিত গন্ধকাবৃত স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে ঐ পর্ব্বতের যে গহ্বর হইতে এই ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে, প্রথমে তন্নিকটে উপনীত হইলেন। তাঁহারা বর্ণন করেন, যে ঐ গহ্বর অত্যাশ্চর্য্য পরম রমণীয় স্থান। উহার চতুষ্পার্শ্ব অত্যুজ্জ্বল প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর এবং বহু সংখ্যক শৃঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। ঐ গহ্বরের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অপর এক গহ্বর হইতে অত্যন্ত উষ্ণ জলের উত্তাপ নির্গত হইতেছে; এবং শিখরদেশের প্রায় ৪০০ হস্ত নিম্নে তিন হস্ত ব্যাসান্বিত আর এক গহ্বর হইতে এমন উষ্ণ জল নির্গত হইতেছে, যে তাঁহারা তাপমান যন্ত্র * দ্বারা তাহার উষ্ণতা নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তৎকালে তথায় শীতলতারও এমন প্রাদুর্ভাব হইল, এবং এমন প্রবল বাত্যা আসিতে লাগিল, যে তাঁহারা সেই

* Thermometer.

ভয়ানক নৈসর্গিক কাণ্ডের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, কিয়ৎকাল ভূমিশায়ী হইয়া রহিলেন। পরে বাতার কিঞ্চিৎ হ্রাসতা হইলে, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে তাহার শিখরদেশে উত্তীর্ণ হইয়া, ফারন্‌হিট্‌ সাহেব কৃত তাপমান যন্ত্র দ্বারা নিরূপণ করিলেন, যে তথায় উষ্ণতা ও শীতলতা উভয়েরই অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। ঐ পর্ব্বত বালুকা, কঙ্কর, এবং ভস্মরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ। ঐ সকল পদার্থ অগ্ন্যুৎপাত সময়ে প্রস্তর সহযোগে নির্গত হইয়া থাকে। অগ্নি দ্বারা সেই সকল প্রস্তরের কিয়দংশ বিকৃত অথবা গলিত হয়, ঐ পর্যটকেরা আরও বিশেষ করিয়া বর্ণন করেন, যে তথায় ঝামার ন্যায় অনেক বিকৃত প্রস্তর, গন্ধক, রক্তবর্ণ শিলা এবং অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ দগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ উপলখণ্ড আছে। তাঁহারা যখন ঐ পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হয়েন। তখনই আরও তিনটি গহ্বর দেখিলেন। প্রথমটির মধ্যে সমুদায় পদার্থের ইষ্টকের ন্যায় বর্ণ। দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রায় এক শত হস্ত বিস্তীর্ণ গন্ধকের স্রোতঃ; ঐ স্রোতঃ কিয়দ্দূর পরে ত্রিমুখ হইয়াছে। তৃতীয়টির নিম্নদেশে গুণ্ডাকার এক শৃঙ্গ রহিয়াছে। এই তৃতীয় গহ্বরে গুণ্ডাকার শৃঙ্গ থাকাতে বোধ হয়, যে সেই গহ্বর হইতে অগ্ন্যুৎপাত হয় না। কেননা, তাহা হইলে ঐ শৃঙ্গ তথায় থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত না, তাহা দাহ্য পদার্থের বেগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত।

আইসলণ্ড দ্বীপে অনুমান ৫০ বার অতি ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ হেক্লা পর্ব্বত হইতেই হইয়াছিল!

---

## গোপাদপ।

এই অদ্ভুত বৃক্ষ আমেরিকা খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে বিস্তর জন্মে। সৃষ্টিকর্ত্তার কেমন চমৎকার সৃষ্টিকৌশল, যে অস্ত্র দ্বারা ইহার স্কন্ধদেশে ক্ষত করিলে, অনর্গল অভেদ গোদুগ্ধের ন্যায় গাঢ় সুস্বাদ ও পুষ্টিকর দুগ্ধ নির্গত হয়। এজন্য এই বৃক্ষকে গোপাদপ কহে। অধিকন্তু গোদুগ্ধ অপেক্ষা ইহার দুগ্ধে বিশেষ সৌগন্ধ আছে। এই বৃক্ষ সরল ভাবে অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠে। ইহার কাষ্ঠ অতিশয় কঠিন, সারযুক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী। ফল অত্যন্ত রসাল ও সুস্বাদ; দেখিতে আতার মত। তত্রত্য লোকেরা এই দুগ্ধপান করে; এবং নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য ইহার সহিত সিক্ত করিয়াও ভক্ষণ করিয়া থাকে। অপরাপর সময় অপেক্ষা প্রাতঃকালেই অধিক পরিমাণে দুগ্ধ নির্গত হয়, এনিমিত্ত তত্রত্য লোকেরা প্রত্যূষেই উহা আহরণ করিয়া থাকে।

ষ্টিভেন্স নামক এক জন ইংরেজ দক্ষিণ আমেরিকার কোন বন মধ্যে, প্রায় মাসাতীত ভূমিশায়ী এক গোপাদপ হইতে নিজ ভৃত্যকে দুগ্ধ নির্গত করিতে আদেশ

করেন। সে এক কুঠার দ্বারা সেই বৃক্ষের স্কন্ধে কতক গুলি ক্ষত করিলে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই যথেষ্ট দুগ্ধ নির্গত হয়। সেই দুগ্ধ তিনি আহরণ পূর্ব্বক অল্প জল মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা চা প্রস্তুত করেন। পরে সেই চা পান করিয়া বর্ণন করেন, যে গোপাদপের দুগ্ধের সহিত তাহা প্রস্তুত হওয়াতে, অত্যন্ত সুস্বাদ হইয়াছিল। কাপিতে মিশ্রিত হইলেও অতিশয় সুস্বাদ হয়; এবং সেই সুস্বাদুর সহিত এক প্রকার সুগন্ধ নির্গত হওয়াতে, সেই কাপি পানে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ হয়।

ঐ দুগ্ধে এক প্রকার শিরীষ প্রস্তুত হয়, তাহাতে কাষ্ঠাদি উত্তম রূপে সংযুক্ত হইয়া থাকে। লিভেস্ক সাহেব ঐ শিরীষে একটি বেহালা যন্ত্রের উপরে ও নীচে দুই খানি কাষ্ঠ সংযোগ করিয়াছিলেন। সেই বেহালা দুই বৎসর কাল সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়াও তাহার সংযোগের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

গোদুগ্ধ দুই এক দিন অনাবৃত থাকিলে জমিয়া অকর্ম্মণ্য হয়; গোপাদপের দুগ্ধ অনাচ্ছাদিত থাকিলে জমিয়া গটাপর্চার ন্যায় স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট হয়। কিন্তু গটাপর্চা উষ্ণ জল সংযোগে কোমল হইয়া যেমন বিবিধ উপকারে লাগে, গোপাদপোৎপন্ন স্থিতিস্থাপক দ্রব্য তদ্রূপ হয় না; এনিমিত্ত গটাপর্চার ন্যায় উহা অধিক ব্যবহার্য্য নহে।

## পারদ।

---

পারদ এক ধাতু বিশেষ। উহা খনি অধো হিঙ্গুল ও নানা প্রকার প্রস্তর, কর্দ্দম, এবং অন্যান্য বহুবিধ পদার্থ মিশ্রিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিম্বের আকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পারদ কখন কখন রাশীকৃত, কখন কখন কণা পরিমাণ এবং কখন কখন স্ফাটিকাকারে জলাতশিলার পর্ব্বতেও পাওয়া যায়। উহা রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল; এবং জলের অপেক্ষা ১৪ গুণ ভারী।

জর্ম্মনি রাজ্যের পেলাটিনেট, কার্ণিওলার, আইড্রিয়া, এবং স্পেন রাজ্যের এল্‌মেডেন্ নামক স্থানের খনিতে বিস্তর পারদ জন্মে। কিন্তু ইহার মধ্যে আইড্রিয়ার খনিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বহুমূল্য পারদ থাকে। তিন শত বৎসর অতীত হইল, আইড্রিয়ার পারদ খনি প্রকাশিত হয়। তাহার বিবরণ অতি চমৎকার। ঐ সময়ে উক্ত স্থানে অনেক সূত্রধর বাস করিত। এক দিন সায়ং কালে তাহাদিগের এক জন একটি ক্ষুদ্র টব নির্দ্দোষে নির্ম্মাণ হইয়াছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যে এক উৎসের নীচে রাখিল। প্রাতঃকালে সেই টব গৃহে আনিবার অভিপ্রায়ে তথায় আইল; কিন্তু তাহা অসম্ভব ভারী হওয়াতে উত্তোলন করিতে সমর্থ হইল না। পরে ঐ টবের নিম্নদেশে এক প্রকার উজ্জ্বল ও ভারী তরল

পদার্থ দেখিয়া বিবেচনা করিল, যে উহাই এই অসম্ভাবিত গুরুত্বের কারণ হইয়াছে।

এই বিষয় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তি একত্র হইয়া উহা যে পারদ নামক তরল ধাতু, ইহাই নির্ণয় করিলেন; এবং সেই উৎসের নিকটেই যে উহার খনি আছে, তাহাও স্থির করিলেন।

ঐ খনির গহ্বর বর্ত্তমানে ৫৫০ হস্তের অধিক হইয়াছে। সোপান দ্বারা উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হয়। উহার কোন কোন অংশে নির্ম্মল পারদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হয়; এজন্য একবার এক ব্যক্তি ছয় ঘণ্টার মধ্যে ১৮ সের পারদ সংগ্রহ করিয়াছিল। অপরাপর অংশে মৃত্তিকা অথবা অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিম্বের আকারে বিস্তর পারদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতি বৎসর প্রায় ২৮০০ মণ পারদ উক্ত খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে।

অন্যান্য ধাতু যেমন অগ্নির উত্তাপ ব্যতীত দ্রব হয় না, পারদ তদ্রূপ নহে। উহা বায়ুর সামান্য উষ্ণতাতেই দ্রবীভূত হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিম্বের ন্যায় অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে হিমপ্রধান স্থানে পারদের তরল অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, যে হিমকটিবন্ধের কোন কোন স্থানে উহা জমিয়া কঠিন হয়, এবং

কোন কোন কৌশলোৎপন্ন কৃত্রিম শীতলতা দ্বারাও জমাট করা যাইতে পারে। আর অপরাপর ধাতু যেমন লৌহদণ্ডের আঘাত দ্বারা বিস্তীর্ণ করিলে ভগ্ন হয় না, পারদও জমাট অবস্থায় বিস্তীর্ণ করিলে ভগ্ন হয় না।

পারদের গুণ বিষাক্ত। অনেকানেক ঔষধে উহা মিশ্রিত হইয়া থাকে। যে সকল রোগে ঐ ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তদ্দ্বারা তাহার আশু প্রতীকার হয়। প্রায় অধিকাংশ ইংরেজি ঔষধে পারদ মিশ্রিত থাকে।

যত প্রকার তরল পদার্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পারদই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু; এবং অত্যন্ত শীতলতা ব্যতীত জমিয়া যায় না। এই কারণে উহা বায়ুর গুরুত্ব ও লঘুত্ব পরিমাণের জন্য বায়ুমান যন্ত্রে * ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর উত্তাপ যত বৃদ্ধি হয়, পারদও তত দ্রবীভূত হইয়া উপরে উঠিতে থাকে, এই হেতু উহা তাপমান যন্ত্রেও ব্যবহৃত হয়।

---

## অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

সামান্য চক্ষুর অগোচর অণু পদার্থ সকল এই যন্ত্র দ্বারা দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র কহে।

কোন সময়ে কাহার দ্বারা এই মহোপকারী অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয়

* Barometer.

নাই। কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন, ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে ডচ্ জাতীয় ড্রবল নামক এক ব্যক্তি ইহা প্রথম প্রকাশ করেন।

এই যন্ত্র দ্বারা সামান্য চক্ষুর অগোচর অণু পদার্থ সমূহের এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট অবয়ব, দীর্ঘতা ও স্থূলতা প্রভৃতি স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত কতকগুলি প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

পনীর মধ্যে অসংখ্য কীটাণু থাকে; সামান্য চক্ষুঃ দ্বারা সেই সকল কীটাণুকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিহ্ন স্বরূপ বোধ হয়। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে চক্ষুঃ, মুখ, পদবিশিষ্ট এবং সূক্ষ্ম, দীর্ঘ, সুচল লোমাবৃত অত্যদ্ভুত স্বচ্ছ শরীরী কীটরূপে স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। সামান্য চক্ষুঃ দ্বারা প্রত্যেক বালুকা কণাকে কেবল গোল ব্যতীত আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক বালুকা কণার আকৃতির বিভিন্নতা দেখা যায়। কতকগুলি সম্পূর্ণ গোল, কতকগুলি চতুষ্কোণ, কতকগুলি শুণ্ডাকার, এবং কতকগুলি নানাবিধ আকার বিশিষ্ট। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভস্মমধ্যে অনেক কীটাণুকে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা ভেকদিগকে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর দেখায়; এবং তাহাদিগের চর্ম্মের স্বচ্ছতা প্রযুক্ত রক্তের গতিবিধি

স্পষ্ট লক্ষিত হয়। প্রজাপতিকে সামান্যতঃ অতিশয় সু-ন্দর দেখায় বটে, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে যে-রূপ অত্যদ্ভুত অসাধারণ সুন্দর বোধ হয়, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহারই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সামান্য চক্ষুঃ দ্বারা প্রজাপতির পক্ষে কেবল কতকগুলি রেণু দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই যন্ত্রের সাহায্যে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে, সে সকল রেণু নহে, সে সকল এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষ। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যে কত উদ্ভিজ্জ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও গণনা করা যায় না। অবনিমণ্ডলে এমন অসংখ্য জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যে সামান্য চক্ষুঃ দ্বারা তা-হাদিগকে কোন ক্রমেই উদ্ভিদ বলিয়া প্রতীতি হয় না। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহাদিগের পত্র, শাখা, পুষ্প ফল প্রভৃতি সমুদায় দেখা যায়। অতএব, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা কীট এবং উদ্ভিজ্জের এক নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হই-য়াছে বলিলেও বলা যাইতে পারে।

এই মহোপকারী যন্ত্র প্রভাবে অত্যদ্ভুত পরম রমণীয় উদ্ভিজ্জাণু ও কীটাণু সৃষ্টি প্রকাশ হওয়াতে, বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমাই প্রকাশ পাইতেছে।

---

## ধূমকেতু।

ধূমকেতু এক প্রকার জ্যোতিষ্ক বিশেষ। ধূম দ্বারা পরি-বেষ্টিত থাকাতে ইঁহাকে ধূমকেতু বলা যায়। ধূমকেতু

সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এই সকল গ্রহের ন্যায় ইহাদিগের গতির কোন বিশেষ নিয়ম নাই। ইহারা কখন সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে কখন বা অত্যন্ত দূরে ভ্রমণ করে। ধূমকেতু স্বভাবতঃ তেজোময় নহে; সূর্য্যের তেজঃপ্রাপ্ত হইয়া তেজস্বী হইয়া থাকে। ধূমকেতু যখন সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হয়, তখন অতীব তেজঃপুঞ্জ ধারণ করে।

ধূমকেতুর সংখ্যাও বড় অল্প নহে। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতদিগের মতে আকাশমণ্ডলে বহু সংখ্যক ধূমকেতু বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে কতক গুলি ধূমকেতু যে কোন্ সময়ে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাও তাঁহারা গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন। হেলিস্ নামক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত যে এক মহা ধূমকেতুর গতিবিধি গণনা করেন, তাহা ৭৫ বৎসরের পর এক এক বার সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ঐ ধূমকেতু শেষ বারে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে উদয় হইয়া অদ্যাপি লোকের দৃষ্টিপথের অন্তরে রহিয়াছে। ঐ ধূমকেতু প্রকাশক হেলিসের নামে উহার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এঙ্ক সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত ধূমকেতু প্রায় চারি বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

সামান্য চক্ষুঃদ্বারা ধূমকেতু দৃষ্টি করিলে এক সম্মার্জ্জনীর ন্যায় দীর্ঘ পুচ্ছবিশিষ্ট উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বোধ

হয়। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা উহাকে এরূপ স্বচ্ছ দেখায়, যে উহার মধ্য দিয়া তারা সকল দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ পুচ্ছকে অতীব স্বচ্ছ ও বাষ্পাবৃত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সকল ধূমকেতুর কেবল একটি মাত্র পুচ্ছ থাকে এমত নহে, কোন কোন ধূমকেতুর অধিকও দৃষ্ট হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এক ধূমকেতুর ছয়টা পুচ্ছ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর কি ভূলোক, কি দ্যুলোক, কি জল, কি অনল, কি নক্ষত্র, কি গ্রহ, সর্ব্বত্রই জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডে এমন তিলার্দ্ধ স্থান নাই, যথায় কোন না কোন জীব অবস্থান না করে। কিন্তু ধূমকেতু সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে, অনির্ব্বচনীয় তেজস্পুঞ্জ ধারণ করে, এবং অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইলে আলোক শূন্য হইয়া প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, অতএব এমন বিপরীত অবস্থাপন্ন স্থানে কোন জীব অবস্থান করিতে পারে কি না, তাহা নিরূপণ করা অতি সুকঠিন। অতএব, পরমেশ্বর যে কি অভিপ্রায়ে ধূমকেতুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি লোকের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। কিন্তু ধূমকেতুদিগের অনিয়মিত গতিবিধি দ্বারা গ্রহ উপগ্রহের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণের যে কোন ব্যাঘাত হয় না, ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে।

## প্রাণিধর্ম্মী উদ্ভিদ বিশেষ।

এই পদার্থ অতি আশ্চর্য্য বস্তু। ইহাতে উদ্ভিদ, ও প্রাণী এই উভয়ের ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে; এজন্য ইহাদিগকে প্রাণিধর্ম্মী উদ্ভিদ বিশেষ কহে। ইহাদিগকে বাহ্যিক আকৃতি এবং বীজ ও কলম হইতে উৎপত্তি প্রযুক্ত উদ্ভিদ সদৃশ বোধ হয়। কিন্তু ইচ্ছানুসারে স্থান পরিবর্ত্তনে সমর্থ এবং সচৈতন্য হওয়াতে, ইহা-দিগের প্রাণিধর্ম্ম অনুভব হয়। ইংরেজি ভাষায় ইহা-দিগকে জুফাইট বলা যায়।

অধিকাংশ জুফাইট সাগর বা অন্য কোন কোন জলাশয়ে এক প্রকার মূলবদ্ধ করিয়া অবস্থান করে। কোন কোন জুফাইট স্থল মধ্যে প্রস্তরভস্মে উৎপন্ন হইয়া অবস্থিতি করে। কোন কোন জুফাইট কুর্ম্মপৃষ্ঠ সদৃশ অতি কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া থাকে। কোন কোন জুফাইট কোমল ও মাংসল হয়।

সকল প্রকার জুফাইটের নব নব জুফাইট উৎপন্ন করিবার স্বাভাবিক শক্তি আছে। অভিনব জুফাইট সকল জননী জুফাইটের বৃন্ত স্থিত বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া, কিয়ৎকাল সেই বৃন্তের উপরিভাগে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে একটি জুফাইট দেখায়। পরিশেষে পতিত হইয়া এক একটি স্বতন্ত্র জুফাইট হইয়া উঠে; এবং

কেহ তাহাদিগকে বৃন্ত হইতে বিভিন্ন করিয়া দিলেও তাহারা এক একটি স্বতন্ত্র হইয়া সজীব থাকে। জুফাইট-দিগের জীবের ন্যায় মস্তিষ্ক, হৃদ্‌পিণ্ড, শিরা, ধমনী প্রভৃতি আছে এমন লক্ষণ কিছুই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহাদিগের অঙ্গের মূল অবধি শেষ ভাগ পর্য্যন্ত শূন্যগর্ভ নলী আছে। ঐ নলীকেই উদর অথবা অন্ত্র স্বরূপ বোধ করা যাইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই আশ্চর্য্য প্রাণিধর্ম্মী উদ্ভিদ বিশেষ প্রকাশিত হইয়াছে।

---

## বায়ু।

বায়ু তরল পদার্থ। উহা অক্সিজেন্, নাইট্রজেন্ এবং অত্যল্প কার্ব্বনিক্ এসিড্ নামক বাষ্প মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হয়। উহার প্রত্যেক শত ভাগে ২০ অংশ অক্সিজেন, ৮০ অংশ নাইট্রজেন্, এবং অত্যল্প অংশ কার্ব্বনিক্ এসিড্ থাকে। ইহাই বায়ুর স্বরূপ ও বিশুদ্ধ অবস্থা। ইহাই সেবন করিলে শরীর সুস্থ থাকে। কিন্তু যখন অন্য কোন প্রকার বাষ্প ইহাতে মিশ্রিত হয়, অথবা কোন প্রকারে ইহার এই স্বরূপ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে, তখন সেই বায়ু সেবন করিলে নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়।

অনেকানেক কারণে আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু দূষিত হইয়া অসুস্থতার কারণ হইয়া থাকে। বদ্ধ পচা জলের দুর্গন্ধ, বায়ু দূষ্য করিবার এক প্রধান কারণ।

সেই দুর্গন্ধ বায়ু এক প্রকার বিষ বিশেষ; তাহা ফুস্ফুস দ্বারা মনুষ্য শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার ভয়ঙ্কর রোগোৎপত্তি করে। রোম রাজ্যের অন্তঃপাতী কেম্পোনা নামক প্রদেশ, প্রভূত জলাভূমি দ্বারা আকীর্ণ হওয়াতে, এবিষয়ের এক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া রহিয়াছে। বৎসরের মধ্যে কোন কোন ঋতুতে ঐ স্থান হইতে এমত এক প্রকার ভয়ানক মারাত্মক বায়ু আসিতে থাকে, যে তাহার আশঙ্কায় তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করে। সর্ব্ব প্রকার জলাভূমি এবং আর্দ্র স্থান হইতে এক প্রকার অত্যন্ত অহিতকর বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য তদুপরি কিম্বা তাহার নিকটে অবস্থান করা নিতান্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। অতএব, সর্ব্বদাই সুবিমল বায়ু সঞ্চালিত কিঞ্চিৎ উচ্চ শুষ্ক স্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। বাটীর নিকটে বদ্ধ পুষ্করিণী ও কূপাদি থাকাও অত্যন্ত অবিধেয়। কেননা, তাহা হইতেও ঐ প্রকার অনিষ্টকর বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রদেশে এক জন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ নিজ বাটীস্থিত এক পুরাতন কূপের আচ্ছাদন মুক্ত করাতে, এমন অনিষ্টকর ভয়ানক বাষ্প নিঃসৃত হয়, যে তদ্দ্বারা তাঁহার এক পূর্ণযৌবন নূতনবিবাহিত উপযুক্ত পুত্র ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রকার গলিত পদার্থের দুর্গন্ধও বায়ু দূষ্য করিবার আর এক প্রধান কারণ। যে নগরে জলপ্রণালী সকল অপরিষ্কৃত, এবং লোকের বাটীর ভিতরে কিম্বা নিকটে গলিত আবর্জ্জনা সকল ও মলরাশি একত্র থাকে, তথাকার বায়ু উহার দুর্গন্ধে দূষিত হইয়া বিষ বিশেষ হইয়া উঠে; তাহা সেবনে লোকে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতন্নগরও সম্যক্ পরিষ্কৃত না হওয়াতে অসংখ্য অসংখ্য লোক নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইউরোপ খণ্ডে যে একবার এক মহা মারীভয় উপস্থিত হইয়াছিল, ময়লার দুর্গন্ধ দূষিত বায়ুই তাহার প্রধান কারণ। তৎকালে নগর পরিষ্কারের কোন সুনিয়ম না থাকাতে, রাশীকৃত ময়লার দুর্গন্ধে বায়ু দূষিত হইয়া ঐ ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রকার দূষ্য বায়ু অপ্রশস্ত গলি ও অপ্রশস্ত গৃহে পরিচালিত হইলে আরও ভয়ানক হইয়া উঠে। পুরাতন নর্দ্দামা প্রভৃতিতে সলফিউরেটেড্ হাইড্রজেন্ নামক এক প্রকার বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ বাষ্পের এমন ভয়ানক শক্তি, যে যেব্যক্তির শরীরে তাহা প্রবিষ্ট হয়, অবিলম্বে তাহাকে ভয়ঙ্কর রোগাক্রান্ত কিম্বা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। কয়েক বৎসর অতীত হইল, গবর্ণমেন্ট হৌসের নিকটে এক নর্দ্দামা পরিষ্কার করিবার জন্য দুই জন ধাঙ্গড় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়াছিল। তথায় তাহাদিগের শরীরাভ্যন্তরে সল-ফিউরেটেড্ হাইড্রজেন বাষ্প প্রবিষ্ট হওয়াতে, তাহারা তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হয়। উষ্ণকটিবন্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী আফ্রিকা খণ্ডের পূর্ব্বভাগস্থ সমুদ্রে এই বাষ্পের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত উক্ত খণ্ড অস্বাস্থ্যের আকর হইয়া রহিয়াছে। পক্ষী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সকল যে বায়ু সেবন করে, তাহাতে সলফিউটেড্ হাইড্রজেন্ .১৫০ ভাগের এক ভাগ মিশ্রিত হইলে, তাহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। উক্ত পরিমাণের ছয় ভাগ অধিক হইলে, ঘোটক প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জীব সকল প্রাণত্যাগ করে।

মনুষ্য প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু পরিত্যাগ করে, তদ্দ্বারাও বায়ু দূষ্য হইয়া উঠে; কারণ তাহাতে মহা অনিষ্টকর কার্বনিক্ এসিড্ বাষ্প নির্গত হয়। তাহা যদি প্রশস্ত স্থানে সম্যক্ পরিচালিত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তবে তদ্দ্বারা কোন অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি সংকীর্ণ স্থানে নির্গত হয়, তবে তদ্দ্বারা সেই স্থানের বায়ু বিষম দূষ্য হইয়া ভয়ঙ্কর মারাত্মক শক্তি ধারণ করে। যদি কোন ব্যক্তিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে রুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, এবং তাহাতে বাহিরের বায়ু প্রবিষ্ট হইতে না পারে, তবে তাহার প্রত্যেক প্রশ্বাস নির্গত কিয়ৎ পরিমাণ কার্বনিক্ এসিড্ বাষ্প দ্বারা সেই স্থান স্থিত সমুদায় বায়ু দূষ্য হইয়া উঠে; এবং সে ব্যক্তি

প্রত্যেক নিশ্বাসে উত্তরোত্তর সেই দূষ্য বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে, তাহার জীবনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ সমুদায় অক্সিজেন বাস্প নিঃশেষিত হইয়া যায়। সুতরাং অক্সিজেন নিঃশেষিত হওয়াতে তাহার নিশ্বাস আকর্ষণ ও প্রশ্বাস ত্যাগের বিষম কষ্ট উপস্থিত হইয়া, কিয়ৎকালের মধ্যেই প্রাণবিয়োগ হয়।

সামান্য গৃহে অধিক লোক থাকিলেও, তাহাদিগের প্রশ্বাস নির্গত দূষ্য বায়ু দ্বারা তথাকার বায়ু বিষম দূষিত হইয়া প্রাণসংহারক হইয়া উঠে। এ বিষয়ের এক প্রসিদ্ধ প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা ১২ হস্ত দীর্ঘ ও প্রায় ১০ হস্ত প্রশস্ত এক গৃহে, ১৪৬ জন ইংরেজকে এক রজনীতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ গৃহে কেবল অতি ক্ষুদ্র দুইটী গবাক্ষ মাত্র ছিল। তন্মধ্যে যে পরিমাণে অক্সিজেন বাস্প ছিল, এবং যে পরিমাণে ঐ দুইটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ দ্বারা বাহিরের বায়ু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছিল, তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে এক ব্যক্তির জীবন ধারণ হইতে পারিত। কিন্তু তন্মধ্যে ১৪৬ সংখ্যক লোক আবদ্ধ থাকাতে, প্রথমে তাহাদের নিশ্বাস আকর্ষণ ও প্রশ্বাস ত্যাগের অপরিসীম কষ্ট উপস্থিত হইল, পরে দারুণ গাত্রজ্বালায় ও পিপাসানলে দগ্ধ হইয়া ২৩ জন ব্যতীত তাহাদিগের সকলকেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। যে ২৩ জন জীবিত ছিল, তাহাদিগের মধ্যেও কয়েক

জন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অতএব এক গৃহে অধিক লোক থাকা নিতান্ত অবিধেয়। গৃহের আয়তন বিবেচনানুসারে ন্যূনাধিক লোক বাস করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত অনেক কারণেও বায়ু দূষ্য হইয়া থাকে।

---

## চীন দেশীয় ধীবর পক্ষী।

এই পক্ষী জাতি চীন দেশীয় ধীবরদিগের দ্বারা সুশিক্ষিত হইয়া নদী এবং অন্যান্য জলাশয় হইতে মৎস্য ধরিয়া আনিতে পারে। এই কারণেই ইহাদিগকে ধীবর পক্ষী বলা যায়। চীন দেশীয় লোকেরা ইহাদিগকে লোয়া পক্ষী কহে। ইহাদের আকার রাজহংসের ন্যায়; কিন্তু পক্ষ দ্বয় ধূসর বর্ণ, চঞ্চু কিঞ্চিৎ সরু ও তাহার অগ্র ভাগ ঈষৎ বক্র। ইহারা প্রভুর আদেশানুসারে জল হইতে মৎস্য শিকার বিষয়ে যেরূপ অসাধারণ পটুতা প্রকাশ করে, শূন্য মার্গে প্রসিদ্ধ শীকারী পক্ষীরা, ভূমিতলে সুশিক্ষিত কক্কুরেরা শিকার বিষয়ে তাদৃশ পটুতা প্রকাশে সমর্থ নহে।

এই পক্ষীরা প্রভুর সঙ্কেতানুসারে জল মগ্ন হইয়া প্রথমে মৎস্যের প্রতি ধাবমান হয়; এবং সেই মৎস্য ধরিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আপন প্রভুর নৌকায় আসিয়া রাখিয়া যায়। এইরূপে বারম্বার জলমগ্ন হইয়া বিস্তর মৎস্য ধরিয়া আনে। নদী মধ্যে অধিক মৎস্য থাকিলে

তাহারা শীঘ্রই মৎস্য দ্বারা নৌকা পরিপূর্ণ করিতে পারে। তাহারা কখন কখন এরূপ বৃহৎ মৎস্য ধরিয়া আনে, যে তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাহাদের এরূপ প্রবল বুদ্ধি শক্তি, যে তন্মধ্যে কোন পক্ষী একটা বৃহৎ মৎস্য ধরিয়া আনিতে অক্ষম হইলে, তাহারা যত্ন পূর্ব্বক তাহার সাহায্য করিয়া থাকে। আর কখন কখন মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত নদী মধ্যে বহু সংখ্যক নৌকা একত্র হইলে, তাহারা অনায়াসে আপন আপন নৌকা চিনিয়া লইতে পারে। তাহারা প্রভুর নিমিত্ত প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করে, তৎকালে কিছুমাত্র অমনোযোগী হয় না। তাহাদের গলদেশে এরূপ ভাবে একটা আংটা সংলগ্ন থাকে, যে তদ্দ্বারা তাহারা কোন প্রকারেই স্ব স্ব ধৃত মৎস্যের এক খণ্ডও ভক্ষণ করিতে পারে না।

---

## বন্ধুতা।

দুই ব্যক্তির পরস্পর মনের আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুতা। বন্ধুতা প্রায় সমবয়স্ক, সমাবস্থ এবং সম অভিপ্রায়াস্বিত ব্যক্তির সহিত হইয়া থাকে।

বন্ধুতা মনুষ্যের প্রকৃতিমূলক। মনুষ্য যখন অত্যন্ত স্বজাতিপ্রিয়, তখন তাহারা যে সমস্থভাব ব্যক্তির সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছুক হইবে, এবং যে ব্যক্তির সহিত

মনের বিশেষ ঐক্য হয়, তাহার সহিত বন্ধুতা বন্ধনে যে আবদ্ধ হইবে, ইহার বিচিত্রতা কি !

নীতিবর্ত্মপ্রকাশকেরা বন্ধুতার অশেষ মহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, এবং কবি ও ইতিহাসবেত্তারাও উহার বিস্তর দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। দুই ব্যক্তির কত দূর পর্য্যন্ত মনের ঐক্য হইয়া যথার্থ বন্ধুতা জনিত অমূল্য প্রণয় সঞ্চার হইতে পারে, এবং কত দূর পর্য্যন্ত সেই বন্ধুতার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, এবিষয় মহা-কাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে শ্রীরাম সুগ্রীব এবং কৃষ্ণা-র্জ্জুনের প্রগাঢ় বন্ধুতার বিষয় পাঠ করিলে বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। অধিক কি বর্ণন করিব, তাঁহারা প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়াও বন্ধুকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন।

প্রকৃত বন্ধু যেমন মহোপকারক ; কপট বন্ধু তদ্রূপ মহানর্থের মূল। তাহারা প্রথমে লোকের সুসময়ে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া আনুগত্য ও হৃদ্যতা প্রকাশ করিতে থাকে, পরে সময় পাইলেই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করে। কপট বন্ধুর এইরূপ ব্যবহার জন্য যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। পুরাবৃত্ত পাঠে এবিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তরুণ অবস্থাতেই প্রায় লোকের বন্ধুতা হইয়া থাকে। তখন তাহাদের বুদ্ধির পরিপাকাবস্থা নহে। সুতরাং যদি

ভ্রম বশতঃ কপটের সহিত বন্ধুতা হয়, তদপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে! তাহার দ্বারায় সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা। অতএব, বন্ধুতা রূপ অখণ্ড সূত্রে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বন্ধুর দোষ গুণ পরীক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আগন্তুকের সহিত বন্ধুতা করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

এ সংসারে প্রকৃত বন্ধুরত্ন ব্যতীত মহোপকারী পদার্থ আর কিছুই নাই। দেখ! কোন ব্যক্তি কাহার বিশেষ উপকার করিলে তিনি তাঁহার পরম বন্ধু বলিয়াই উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ কেবল উপকার করাই যাহার ধর্ম্ম হইল, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সামগ্রী জগতে আর কি আছে! প্রকৃত বন্ধু, বন্ধুর সুখের সময়ে সুখভাগী এবং দুঃখের সময়ে দুঃখভাগী হইয়া থাকেন। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখ; যদি কোন ব্যক্তি সুখের সময়ে উপস্থিত থাকিয়া সেই সুখভাগী হয়, তবে সেই সুখ কেমন প্রবল হইয়া উঠে; এবং দুঃখের সময়েও উপস্থিত থাকিয়া সেই দুঃখভাগী হয়, তবে সেই দুঃখ কেমন হ্রাস হইয়া যায়! অতএব, যে বস্তু এমন সুখপ্রবর্দ্ধক এবং দুঃখ-নিবারক, তাহা লাভ করা যে নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। লোকের এমন অমূল্য রত্ন হীন হইয়া থাকা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

বন্ধুর ন্যায় বিশ্বাস পাত্র জগতে আর কে আছে! বন্ধু ব্যতিরেকে বিশেষ পরামর্শ জিজ্ঞাসার স্থান আর

দ্বিতীয় নাই। বন্ধু ব্যতিরেকে মনের কথা আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করা যায় না। যে ভাগ্যবান এই বন্ধুতার সুধাময় রসাস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারই বন্ধুতার যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তিনি বন্ধু সহবাসে যে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করেন, এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিলেও তাহা বিনিময় করিতে পারেন না। আহা! তাঁহার পক্ষে বন্ধু এই দুটি অক্ষর কি সুধাময় সামগ্রী।

শোকারাতি ভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্রম্ভভাজনং।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ং॥

সম্পূর্ণ।

# সূচিপত্র।

প্রকরণ ... পত্রাঙ্ক।

সেই দুর্গন্ধ বায়ু এক প্রকার বিষ বিশেষ; তাহা ফুস্ফুস দ্বারা মনুষ্য শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার ভয়ঙ্কর রোগোৎপত্তি করে। রোম রাজ্যের অন্তঃপাতী কেম্পেনা নামক প্রদেশ, প্রভূত জলাভূমি দ্বারা আকীর্ণ হওয়াতে, এবিষয়ের এক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া রহিয়াছে। বৎসরের মধ্যে কোন কোন ঋতুতে ঐ স্থান হইতে এমত এক প্রকার ভয়ানক মারাত্মক বায়ু আসিতে থাকে, যে তাহার আশঙ্কায় তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করে। সর্ব্ব প্রকার জলাভূমি এবং আর্দ্র স্থান হইতে এক প্রকার অত্যন্ত অহিতকর বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য তদুপরি কিম্বা তাহার নিকটে অবস্থান করা নিতান্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। অতএব, সর্ব্বদাই সুবিমল বায়ু সঞ্চালিত কিঞ্চিৎ উচ্চ শুষ্ক স্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। বাটীর নিকটে বদ্ধ পুষ্করিণী ও কূপাদি থাকাও অত্যন্ত অবিধেয়। কেননা, তাহা হইতেও ঐ প্রকার অনিষ্টকরী বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রদেশে এক জন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ নিজ বাটীস্থিত এক পুরাতন কূপের আচ্ছাদন মুক্ত করাতে, এমন অনিষ্টকর ভয়ানক বাষ্প নিঃসৃত হয়, যে তদ্দ্বারা তাঁহার এক পূর্ণযৌবন নূতনবিবাহিত উপযুক্ত পুত্র ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রকার গলিত পদার্থের দুর্গন্ধও বায়ু দূষ্য করিবার আর এক প্রধান কারণ। যে নগরে জলপ্রণালী সকল অপরিষ্কৃত, এবং লোকের বাটীর ভিতরে কিম্বা নিকটে গলিত আবর্জ্জনা সকল ও মলরাশি একত্র থাকে, তথাকার বায়ু উহার দুর্গন্ধে দূষিত হইয়া বিষ বিশেষ হইয়া উঠে; তাহা সেবনে লোকে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতন্নগরও সম্যক্ পরিষ্কৃত না হওয়াতে অসংখ্য অসংখ্য লোক নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইউরোপ খণ্ডে যে একবার এক মহা মারীভয় উপস্থিত হইয়াছিল, ময়লার দুর্গন্ধ দূষিত বায়ুই তাহার প্রধান কারণ। তৎকালে নগর পরিষ্কারের কোন সুনিয়ম না থাকাতে, রাশীকৃত ময়লার দুর্গন্ধে বায়ু দূষিত হইয়া ঐ ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রকার দূষ্য বায়ু অপ্রশস্ত গলি ও অপ্রশস্ত গৃহে পরিচালিত হইলে আরও ভয়ানক হইয়া উঠে। পুরাতন নর্দ্দামা প্রভৃতিতে সলফিউরেটেড্ হাইড্রজেন্ নামক এক প্রকার বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ বাষ্পের এমন ভয়ানক শক্তি, যে, যেব্যক্তির শরীরে তাহা প্রবিষ্ট হয়, অবিলম্বে তাহাকে ভয়ঙ্কর রোগাক্রান্ত কিম্বা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। কয়েক বৎসর অতীত হইল, গবর্ণমেণ্ট হৌসের নিকটে এক নর্দ্দামা পরিষ্কার করিবার জন্য দুই জন ধাঙ্গড় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়াছিল। তথায় তাহাদিগের শরীরাভ্যন্তরে সল-ফিউরেটেড্ হাইড্রজেন বাস্প প্রবিষ্ট হওয়াতে, তাহারা তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হয়। উষ্ণকটিবন্ধের অন্তর্বর্ত্তী আফ্রিকা খণ্ডের পূর্ব্বভাগস্থ সমুদ্রে এই বাস্পের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত উক্ত খণ্ড অস্বাস্থ্যের আকর হইয়া রহিয়াছে। পক্ষী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সকল যে বায়ু সেবন করে, তাহাতে সলফিউটেড্ হাইড্রজেন্ ১৫০ ভাগের এক ভাগ মিশ্রিত হইলে, তাহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। উক্ত পরিমাণের ছয় ভাগ অধিক হইলে, ঘোটক প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জীব সকল প্রাণত্যাগ করে।

মনুষ্য প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু পরিত্যাগ করে, তদ্দ্বারাও বায়ু দূষ্য হইয়া উঠে; কারণ তাহাতে মহা অনিষ্টকর কার্বনিক্ এসিড্ বাস্প নির্গত হয়। তাহা যদি প্রশস্ত স্থানে সম্যক্ পরিচালিত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তবে তদ্দ্বারা কোন অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি সংকীর্ণ স্থানে নির্গত হয়; তবে তদ্দ্বারা সেই স্থানের বায়ু বিষম দুষ্য হইয়া ভয়ঙ্কর মারাত্মক শক্তি ধারণ করে। যদি কোন ব্যক্তিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে রুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, এবং তাহাতে বাহিরের বায়ু প্রবিষ্ট হইতে না পারে, তবে তাহার প্রত্যেক প্রশ্বাস নির্গত কিয়ৎ পরিমাণ কার্বনিক্ এসিড্ বাস্প দ্বারা সেই স্থান স্থিত সমুদায় বায়ু দূষ্য হইয়া উঠে; এবং সে ব্যক্তি

প্রত্যেক নিশ্বাসে উত্তরোত্তর সেই দূষ্য বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে, তাহার জীবনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ সমুদায় অক্সিজেন বাষ্প নিঃশেষিত হইয়া যায়। সুতরাং অক্সিজেন নিঃশেষিত হওয়াতে তাহার নিশ্বাস আকর্ষণ ও প্রশ্বাস ত্যাগের বিষম কষ্ট উপস্থিত হইয়া, কিয়ৎকালের মধ্যেই প্রাণবিয়োগ হয়।

সামান্য গৃহে অধিক লোক থাকিলেও, তাহাদিগের প্রশ্বাস নির্গত দূষ্য বায়ু দ্বারা তথাকার বায়ু বিষম দূষিত হইয়া প্রাণসংহারক হইয়া উঠে। এ বিষয়ের এক প্রসিদ্ধ প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা ১২ হস্ত দীর্ঘ ও প্রায় ১০ হস্ত প্রশস্ত এক গৃহে, ১৪৬ জন ইংরেজকে এক রজনীতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ গৃহে কেবল অতি ক্ষুদ্র দুইটী গবাক্ষ মাত্র ছিল। তন্মধ্যে যে পরিমাণে অক্সিজেন বাষ্প ছিল, এবং যে পরিমাণে ঐ দুইটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ দ্বারা বাহিরের বায়ু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছিল, তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে এক ব্যক্তির জীবন ধারণ হইতে পারিত। কিন্তু তন্মধ্যে ১৪৬ সংখ্যক লোক আবদ্ধ থাকাতে, প্রথমে তাহাদের নিশ্বাস আকর্ষণ ও প্রশ্বাস ত্যাগের অপরিসীম কষ্ট উপস্থিত হইল, পরে দারুণ গাত্রজ্বালায় ও পিপাসানলে দগ্ধ হইয়া ২৩ জন ব্যতীত তাহাদিগের সকলকেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। যে ২৩ জন জীবিত ছিল, তাহাদিগের মধ্যেও কয়েক

জন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অতএব এক গৃহে অধিক লোক থাকা নিতান্ত অবিধেয়। গৃহের আ-য়তন বিবেচনানুসারে ন্যূনাধিক লোক বাস করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত অনেক কারণেও বায়ু দূষ্য হইয়া থাকে।

---

## চীন দেশীয় ধীবর পক্ষী।

এই পক্ষী জাতি চীন দেশীয় ধীবরদিগের দ্বারা সুশি-ক্ষিত হইয়া নদী এবং অন্যান্য জলাশয় হইতে মৎস্য ধরিয়া আনিতে পারে। এই কারণেই ইহাদিগকে ধীবর পক্ষী বলা যায়। চীন দেশীয় লোকেরা ইহাদিগকে লোয়া পক্ষী কহে। ইহাদের আকার রাজহংসের ন্যায়; কিন্তু পক্ষ দ্বয় ধূসর বর্ণ, চঞ্চু কিঞ্চিৎ সরু ও তাহার অগ্র ভাগ ঈষৎ বক্র। ইহারা প্রভুর আদেশানুসারে জল হইতে মৎস্য শিকার বিষয়ে যেরূপ অসাধারণ পটুতা প্রকাশ করে, শূন্য মার্গে প্রসিদ্ধ শীকারী পক্ষীরা, ভূমিতলে সুশিক্ষিত কক্কুরেরা শিকার বিষয়ে তাদৃশ পটুতা প্রকাশে সমর্থ নহে।

এই পক্ষীরা প্রভুর সঙ্কেতানুসারে জল মগ্ন হইয়া প্রথমে মৎস্যের প্রতি ধাবমান হয়; এবং সেই মৎস্য ধরিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আপন প্রভুর নৌকায় আসিয়া রাখিয়া যায়। এইরূপে বারম্বার জলমগ্ন হইয়া বিস্তর মৎস্য ধরিয়া আনে। নদী মধ্যে অধিক মৎস্য থাকিলে

তাহারা শীঘ্রই মৎস্য দ্বারা নৌকা পরিপূর্ণ করিতে পারে। তাহারা কখন কখন এরূপ বৃহৎ মৎস্য ধরিয়া আনে, যে তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাহাদের এরূপ প্রবল বুদ্ধি শক্তি, যে তন্মধ্যে কোন পক্ষী একটা বৃহৎ মৎস্য ধরিয়া আনিতে অক্ষম হইলে, তাহারা যত্ন পূর্ব্বক তাহার সাহায্য করিয়া থাকে। আর কখন কখন মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত নদী মধ্যে বহু সংখ্যক নৌকা একত্র হইলে, তাহারা অনায়াসে আপন আপন নৌকা চিনিয়া লইতে পারে। তাহারা প্রভুর নিমিত্ত প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করে, তৎকালে কিছুমাত্র অমনোযোগী হয় না। তাহাদের গলদেশে এরূপ ভাবে একটা আংটা সংলগ্ন থাকে, যে তদ্দ্বারা তাহারা কোন প্রকারেই স্ব স্ব ধৃত মৎস্যের এক খণ্ডও ভক্ষণ করিতে পারে না।

---

## বন্ধুতা।

দুই ব্যক্তির পরস্পর মনের আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুতা। বন্ধুতা প্রায় সমবয়স্ক, সমাবস্থ এবং সম অভি-প্রায়ান্বিত ব্যক্তির সহিত হইয়া থাকে।

বন্ধুতা মনুষ্যের প্রকৃতিমূলক। মনুষ্য যখন অত্যন্ত স্বজাতিপ্রিয়, তখন তাহারা যে সমস্বভাব ব্যক্তির সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছুক হইবে, এবং যে ব্যক্তির সহিত

মনের বিশেষ ঐক্য হয়, তাহার সহিত বন্ধুতা বন্ধনে যে আবদ্ধ হইবে, ইহার বিচিত্রতা কি!

নীতিবর্ত্ম প্রকাশকেরা বন্ধুতার অশেষ মহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, এবং কবি ও ইতিহাসবেত্তারাও উহার বিস্তর দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। দুই ব্যক্তির কত দূর পর্য্যন্ত মনের ঐক্য হইয়া যথার্থ বন্ধুতা জনিত অমূল্য প্রণয় সঞ্চার হইতে পারে, এবং কত দূর পর্য্যন্ত সেই বন্ধুতার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, এবিষয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে শ্রীরাম সুগ্রীব এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রগাঢ় বন্ধুতার বিষয় পাঠ করিলে বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। অধিক কি বর্ণন করিব, তাঁহারা প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়াও বন্ধুকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন।

প্রকৃত বন্ধু যেমন মহোপকারক, কপট বন্ধু তদ্রূপ মহানর্থের মূল। তাহারা প্রথমে লোকের সুসময়ে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া আনুগত্য ও হৃদ্যতা প্রকাশ করিতে থাকে, পরে সময় পাইলেই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করে। কপট বন্ধুর এইরূপ ব্যবহার জন্য যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। পুরাবৃত্ত পাঠে এবিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তরুণ অবস্থাতেই প্রায় লোকের বন্ধুতা হইয়া থাকে, তখন তাহাদের বুদ্ধির পরিপাকাবস্থা নহে। সুতরাং যদি

ভ্রম বশতঃ কপটের সহিত বন্ধুতা হয়, তদপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে! তাহার ত্বরায় সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা। অতএব, বন্ধুতা রূপ অখণ্ড সূত্রে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বন্ধুর দোষ গুণ পরীক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আগন্তুকের সহিত বন্ধুতা করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

এ সংসারে প্রকৃত বন্ধুরত্ন ব্যতীত মহোপকারী পদার্থ আর কিছুই নাই। দেখ! কোন ব্যক্তি কাহার বিশেষ উপকার করিলে তিনি তাঁহার পরম বন্ধু বলিয়াই উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ কেবল উপকার করাই যাহার ধর্ম্ম হইল, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সামগ্রী জগতে আর কি আছে! প্রকৃত বন্ধু, বন্ধুর সুখের সময়ে সুখভাগী এবং দুঃখের সময়ে দুঃখভাগী হইয়া থাকেন। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখ! যদি কোন ব্যক্তি সুখের সময়ে উপস্থিত থাকিয়া সেই সুখভাগী হয়, তবে সেই সুখ কেমন প্রবল হইয়া উঠে; এবং দুঃখের সময়েও উপস্থিত থাকিয়া সেই দুঃখভাগী হয়, তবে সেই দুঃখ কেমন হ্রাস হইয়া যায়! অতএব, যে বস্তু এমন সুখপ্রবর্দ্ধক এবং দুঃখ-নিবারক, তাহা লাভ করা যে নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। লোকের এমন অমূল্য রত্ন হীন হইয়া থাকা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

বন্ধুর ন্যায় বিশ্বাস পাত্র জগতে আর কে আছে! বন্ধু ব্যক্তিকে বিশেষ পরামর্শ জিজ্ঞাসার স্থান আর

দ্বিতীয় নাই। বন্ধু ব্যতিরেকে মনের কথা আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করা যায় না। যে ভাগ্যবান এই বন্ধুতার সুধাময় রসাস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারই বন্ধুতার যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তিনি বন্ধু সহবাসে যে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করেন, এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিলেও তাহা বিনিময় করিতে পারেন না। আহা! তাঁহার পক্ষে বন্ধু এই দুটি অক্ষর কি সুধাময় সামগ্রী।

শোকারাতি ভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্রম্ভভাজনং।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ং॥

সম্পূর্ণ।